পাক্ষিক

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শাফায়তকারী নাই অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ ॥ ২য়া সংখ্যা

১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০ বাংলা ॥ ৩১শে মে ১৯৮৩ ইং ॥ ১৭ই শাবান ১৪০৩ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ও পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩৭শ বর্ষ
৩১ শে মে ১৯৮৩
২য় সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা আল-আনআম (৭ম পারা, ৯ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'মুসলমানদের পরস্পরদের মধ্যে কর্তব্য'	অনুবাদ : মোহতারম মৌঃ মোহাম্মাদ	৩
* অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৪
* জুমার খোৎবা : 'প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী হও'	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আমহদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৫
* পবিত্র কুরআন ও বিজ্ঞান :	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান	১৮
* প্রফেসর সালামের তত্ত্ব অভ্রান্ত প্রমাণিত :		২১
* 'খিলাফত দিবস' পালনের তাৎপর্য	মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২৫
* ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কোথায় আবির্ভূত হবেন ? :	" " "	২৯

অমৃতবাণীর অবশিষ্টাংশ

(৪-র্থ পৃষ্ঠার পর)

আদর্শ ব্যাক্তিরূপে তুলিয়া ধরা, যেন তাহারা সকলই বলিয়া উঠে যে, এখন সে তাহা নহে, যাহা পূর্বে ছিল।

খুব মনে রাখিবে যে, যদি তোমরা খাঁটি ও পবিত্র হইয়া আমল কর তাহা হইলে অপরাপর লোকের উপর নিশ্চয় তোমাদের প্রভাব পড়িবে। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কত বড় প্রতাপ ও প্রভাব ছিল! একদা অবিশ্বাসীদের সন্দেহ হইল যে, রসুল করীম (সাঃ) তাহাদের ব্যাপারে 'বদ-দোয়া' (তথা তাহাদের অমঙ্গলের জন্য প্রার্থনা) করিবেন। তৎক্ষণাৎ তাহারা সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল এবং নিবেদন করিল যে, "হুজুর! 'বদ-দোয়া' করিবেন না।" সৎব্যক্তির নিশ্চয় প্রভাব ও প্রতাপ থাকে। তোমাদের উচিত সম্পূর্ণ পবিত্র হইয়া আমল করা—আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কাজ করা। তাহা হইলে নিশ্চয় তোমাদের প্রতাপ ও প্রভাব অপরাপর লোকের উপরেও বিস্তারিত হইবে।" (মালফুযাত, নবম খণ্ড পৃঃ ৩৭৩/৩৭৪)

অনুবাদ—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৭শ বর্ষ : ২য় সংখ্যা

৩১শে মে ১৯৮৩ ইং : ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০ বাংলা : ৩১শে হিজরত ১৩৬২ হিঃ শামসী

সুরা আল-আনআম

[ইহা মক্কী সুরা বিসমিল্লাহ্ সহ ইহার ১৬৬ আয়াত ও ২০ রুকু আছে]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সপ্তম পারা **৯ম রুকু**

৭২। তুমি (তাহাদিগকে) বল, আমরা কি আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন বস্তুকে ডাকিব যাহা আমাদের কোন উপকার করিতে পারে না এবং কোন অপকারও করিতে পারে না ? এবং আল্লাহ আমাদিগকে হেদায়ত দেওয়ার পরও কি আমরা সেই ব্যক্তির ন্যায় পশ্চাৎপদে প্রত্যাবর্তিত হইব, যাহাকে শয়তানগণ দুনিয়ায় পথহারা করিয়া হয়রান করিয়াছে, তাহার কতক এমন সঙ্গী আছে, যাহারা তাহাকে এই বলিয়া ডাকে যে আমাদের নিকট এস, হেদায়ত পাইবে, (কাফেরদিগকে) বল, নিশ্চয় আল্লাহর হেদায়তই আসল হেদায়ত, এবং আমাদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যেন আমরা সমস্ত জগতের রাব্বের ফরমাবরদার হই।

৭৩। এবং (এই আদেশ ও দেওয়া হইয়াছে) যে তোমরা নামায কায়েম কর তাঁহাকে ভয় কর এবং তিনিই সেই সত্বা যাঁহার নিকট তোমাদিগকে সমবেত করিয়া ফেরৎ লইয়া যাওয়া হইবে।

৭৪। এবং তিনিই সেই সত্বা, যিনি হক (ও হিকমত)-এর সহিত আসমানসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যেদিন তিনি বলিবেন, (আমার ইচ্ছানুযায়ী এই-রূপ) হও, তখন (সেইরূপই) হইয়া যাইবে, তাঁহার কথা অবশ্যম্ভাবী, এবং যে-দিন সিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হইবে, সেদিন হুকুমত একমাত্র তাঁহারই হইবে তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্য বিষয় সমূহ জানেন, এবং তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্ববিষয়ে ওয়াকেফহাল।

৭৫। এবং (স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম তাহার পিতা আযরকে বলিয়াছিল, তুমি কি মূর্তিগুলিকে মা'বুদ বানাইতেছ ? নিশ্চয় আমি তোমাকে এবং তোমার জাতিকে

সুস্পষ্ট গুমরাহির মধ্যে দেখিতেছি।

৭৬। এবং এইভাবে আমরা ইবরাহীমকে আসমানসমূহ এবং যমীনের (উপর আমার) বাদশাহী দেখাইয়াছিলাম, যেন (তাহার জ্ঞান কামেল হয় এবং) সে প্রত্যয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৭৭। (একদিন এরূপ হইল যে) যখন রাত্রি তাহাকে আচ্ছন্ন করিল তখন সে একটি তারা দেখিল, (উহাকে দেখিয়া) সে বলিল, ইহা কি আমার রাব্ব (হইতে পারে) ? অতঃপর যখন উহা অস্ত গেল, তখন সে বলিল, যাহারা অস্ত যায়, আমি তাহাদিগকে ভালবাসি না।

৭৮। অতঃপর যখন সে চাঁদকে কিরণ ছড়াইয়া উঠিতে দেখিল, তখন সে বলিল, ইহা কি আমার রাব্ব (হইতে পারে) ? তাহার পর যখন সে উহাকেও অস্ত যাইতে দেখিল, তখন সে বলিল, যদি আমার রাব্ব আমাকে হেদায়ত না দিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি গুমরাহ জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতাম।

৭৯। অতঃপর যখন সে সূর্য্যকে আলো বিস্তার করিয়া উঠিতে দেখিল, তখন সে বলিল, ইহা কি আমার রাব্ব (হইতে পারে) ? ইহা সব থেকে বড়, অতঃপর যখন উহাও অস্ত গেল, তখন সে বলিল, হে আমার জাতি! তোমরা যাহাকে আল্লাহর সহিত শরীক করিতেছ, আমি উহা হইতে মুক্ত।

৮০। নিশ্চয় আমি (সকল বক্র পথ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া) একনিষ্ঠতার সহিত আমার মুখ তাঁহারই দিকে ফিরাইতেছি, যিনি আসমান সমূহ এবং যমিনকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নহি।

৮১। এবং তাহার জাতি তাহার সঙ্গে তর্ক করিয়া জয়লাভ করিতে চাহিল, তখন সে বলিল, তোমরা কি আমার সঙ্গে আল্লাহর সম্বন্ধে তর্ক করিতেছ ? অথচ তিনি স্বয়ং আমাকে হেদায়ত দিয়াছেন এবং তোমরা যেসব বস্তুকে তাহার সহিত শরীক করিতেছ, সেগুলিকে আমি আদৌ ভয় করি না, অবশ্য আমার রাব্ব যদি কোন ইচ্ছা করেন (তবে উহাকে আমি ভয় করি) আমার রাব্ব (তাঁহার) জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?

৮২। এবং আমি কিরূপে উহাকে ভয় করিতে পারি, যাহাকে তোমরা (আল্লাহর সহিত) শরীক করিতেছ ; যখন তোমরা উহাকে আল্লাহর সহিত শরীক করিতে ভয় কর না যাহার সম্বন্ধে তিনি তোমাদের উপর কোন দলীল নাযেল করেন নাই, অতএব তোমরা যদি জ্ঞান রাখ তাহা হইলে বল যে, উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ নিরাপত্তার বেশী অধিকারী ?

৮৩। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহারা নিজেদের ঈমানকে যুলুমের সহিত মিশ্রিত করে নাই, ইহাদের জন্যই নিরাপত্তা নির্ধারিত আছে এবং ইহারাই হেদায়তপ্রাপ্ত (ক্রমশঃ)

(তফসীরে সগীর হইতে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ

মুসলমানদের পরস্পরের প্রতি কর্তব্য

১। হযরত উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন : এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই। সে অন্যের প্রতি যুলুম করে না এবং তাহাকে অন্যের হস্তে (যুলুমের উদ্দেশ্যে) সমর্পন করে না। যে তাহার ভাইয়ের সাহায্যে আগাইয়া আসে, আল্লাহ্ তাহাকে সাহায্য করে। যে কেহ এক মুসলমানের কষ্ট দূর করে, আল্লাহ্ কেয়ামতের দিনে তাহার কষ্ট দূর করিবেন। যে কেহ এক মুসলমানের লজ্জাবরণ করে, আল্লাহ্ কেয়ামতের দিনে তাহার লজ্জাবরণ করিবেন। (বুখারী, মুস্লিম)

২। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই। সে তাহার প্রতি যুলুম করে না। তাহাকে লাঞ্ছিত করে না এবং তাহাকে ঘৃণা করে না। (বুকের ভিতরের দিকে তিনবার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন) তাকওয়া এখানে। এক মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করা এক জনের যথেষ্ট অন্যায়। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পত্তি এবং সম্মান এক মুসলমানের নিকট পবিত্র। (মুস্লিম)

৩। হযরত মুস্তাওরেদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন : যে আর এক মুসলমানের গ্রাস আত্মসাৎ করে, আল্লাহ্ নিশ্চয় উহার অনুরূপ তাহাকে দোযখ হইতে আহার করাইবেন। যে কেহ এক মুসলিমের কাপড় (ছিনাইয়া লইয়া) পরে, আল্লাহ নিশ্চয় তাহাকে উহার অনুরূপ দোযখ হইতে পরাইবেন ; এবং যে কেহ অন্যের সম্মানহানী করিবে, কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তাহার সম্মানহানী করিবেন। (আবু দাউদ)

৪। হযরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে যে হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন : নিশ্চয় তোমরা একে অন্যের জন্য দর্পন-স্বরূপ। সে যদি উহাতে কোন ধুলি দেখে, সে নিশ্চয় উহা ঝাড়িয়া দেয়। (তিরমিযি)। এক বিশ্বাসী আর এক বিশ্বাসীর জন্য দর্পণ-স্বরূপ এবং এক বিশ্বাসী আর এক বিশ্বাসীর ভাই ; সে তাহার ক্ষতি প্রতিহত করে এবং তাহার পশ্চাৎ হইতে রক্ষা করে। (আবু দাউদ, তিরমিযি)

৫। হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন : এক জন মুসলমান, যে সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ্ ব্যতিরেকে আর কোন উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ আল্লাহর রসুল, তিনটি কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করা বৈধ নহে। (১) বিবাহের পর ব্যভিচার করিলে তাহাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিতে হইবে ; (২) আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে, নিশ্চয় তাহাকে হত্যা করিবে, অথবা ফাঁসি দিয়া মারিবে অথবা দেশ হইতে বহিস্কার করিয়া দিতে হইবে (৩) সে কোন মানুষকে হত্যা করিলে, তাহার পরিবর্তে তাহাকে হত্যা করিতে হইবে। (আবু দাউদ)

৬। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমের হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন : একজন মুসলমানের হত্যা অপেক্ষা পৃথিবীর বিলোপ সাধন আল্লাহর নিকট নিশ্চয় সহজ। (তিরমিযি, নিসাই)

৭। হযরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, দুই বান্দা, একজন পূর্বের এবং অপর একজন পশ্চিমের যদি মহিমান্বিত আল্লাহর জন্য পরস্পরকে ভালবাসে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া বলিবেন, এই সেই ব্যক্তি যাহাকেতুমি আমার জন্য ভালবাসিয়াছিলে। (বায়হাকী) অনুবাদ—মৌঃ **মোহাম্মাদ**, সাহেব আমীর, বাঃ আঃ আঃ

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

আমাদের জামাতের কর্তব্য, সৎকার্যে বৈশিষ্টপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। যদি কোন ব্যক্তি বয়াত বা দীক্ষা গ্রহণের পর নিজের আমল ও আচরণে বিশেষত্বের পরিচয় না দেয়, তাহা হইতে তাহার বয়াত বৃথা।

"খুব স্মরণ রাখিবে যে, শুধু মৌখিকভাবে শব্দ উচ্চারণে কোন কিছু কাজ হইবে না। নিজ ভাষায়ও 'এস্তেগফার' করা যায়— আল্লাহ্‌তা'লা যেন পূর্বকৃত পাপ সমূহ ক্ষমা করেন ও ভবিষ্যতে পাপ হইতে রক্ষা করেন এবং সৎ কার্যের তৌফিক দেন। ইহাই প্রকৃত 'এস্তেগফার'। পক্ষান্তরে এমন এস্তেগফারের কোনই সার্থকতা নাই যে, শুধু মুখে 'আস্তাগফেরুল্লাহ' বলিতে থাকিল, কিন্তু অন্তরে উহার খবরও হইল না। মনে রাখিবে, খোদাতা'লার নিকট শুধু সেই কথাই স্থান লাভ করে, যাহা অন্তর হইতে নির্গত হয়। নিজ ভাষাতেই খোদাতা'লার নিকট বেশী বেশী দোয়া চাওয়া উচিত। ইহাতে অন্তরে সুপ্রভাব প্রতিফলিত হয়। জিহ্বা ত অন্তরের সাক্ষ্যদাতা স্বরূপ। যদি অন্তরে প্রেরণা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং জিহ্বাও উহার অনুসরণ করে, তাহা হইলেই উহা সার্থক। অন্তরের সংযোগ ব্যতীত শুধু মৌখিক দোয়া বৃথা। আন্তরিক দোয়াই প্রকৃত দোয়া। যখন মানুষ বিপদ আসার পূর্বাহ্নে আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌তা'লার নিকট দোয়া করিতে থাকে এবং 'এস্তেগফার'-রত থাকে, তখন পরমকরুণাময় খোদার অনুকম্পায় সেই বিপদ সরিয়া যায়। কিন্তু বিপদ আসিয়া যাওয়ার পর 'এস্তেগফারে' উহা আর অপসারিত হায় না। বিপদ আসিবার পূর্বেই দোয়ায় মশগুল থাকা এবং বেশী বেশী 'এস্তেগফার' করা উচিত। তাহা হইলে আল্লাহ্‌তা'লা বিপদলগ্নে সংরক্ষণ করেন ও নিরাপদ রাখেন।

আমাদের জামাতের কর্তব্য, আদর্শ ও চরিত্রে বৈশিষ্ট পূর্ণ মর্যাদার পরিচয় দেওয়া। যদি কোন ব্যক্তি বয়াত বা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গিয়া কোন বিশেষত্বের পরিচয় না দেয়— আপন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির সহিত পূর্ববৎ আচরণই বজায় রাখে, তাহা হইলে ইহা কোনই ভাল কথা নহে। যদি বয়াতের পরেও সেই অসচ্চরিত্রতা ওঅসদাচরণই থাকিয়া যায় তথা পূর্ববৎ অবস্থাই থাকে, তাহা হইলে তাহার বয়াত করার কি সার্থকতা? তাহার উচিৎ বয়াতের পর আপন আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শী এবং অপরাপর সকলের নিকট নিজকে এমন

(অবশিষ্টাংশ সূচীপত্র-এর পাতায় দেখুন)

জুম্‌য়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২৮ শে জানুয়ারী ১৯৮৩ইং রাবওয়া, মসজিদে আকসায় প্রদত্ত]

যুগ অত্যন্ত দ্রুতবেগে ধ্বংসের দিকে ধাবমান উহার পরিত্রাণের ব্যবস্থা আমাদিগকেই করিতে হইবে।

বিশ্বব্যাপী ইসলামকে জয়যুক্ত করার দাবী ও চাহিদা অতি ব্যাপক ও সুদূর প্রসারিত।

ইহা এক গুরু দায়িত্বভার যাহা জামাত আহমদীয়ার স্কন্ধে ন্যাস্ত করা হইয়াছে।

সারা বিশ্বের আহমদীদিগকে আমি হোশিয়ার করিয়া দিতেছি যে আজ হইতে তাহাদের প্রত্যেকেরই অনিবার্য রূপে মোবাল্লেগ হইতে হইবে।

বন্ধুদের উচিত, তাঁহারা যেন সকলই "আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বায়কে" পরিণত হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেন এবং দোওয়া করেন যেন আল্লাহতায়ালা সকলকে এরূপ হওয়ার তৌফিক দেন।

আজ যদি প্রতিটি আহমদী আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বায়ক হওয়ার দাবী ও চাহিদা পুরণ করিয়া দেখান, তাহা হইলে ইসলামের প্রতিশ্রুত বিপ্লব খুব শীঘ্র প্রকাশমান হইতে পারে।

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আঃ) সুরা হাম-মিম-আল সিজদা-এর নিম্নরূপ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন:

ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين

(آيت : ٣٤)

তারপর বলেন: জগতে কোন না কোন লক্ষ্য-বস্তুর দিকে যত লোকই আহ্বান করিয়া থাকে তাহাদের সকলের মধ্যে খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে সে ব্যক্তির আওয়াজ বা আহ্বানই সর্বাপেক্ষা আদরনীয়, পছন্দনীয় এবং প্রশংসনীয় হইয়া থাকে, যে তাহার রবের দিকে আহ্বান করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার সঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালা কিছু শর্তও নির্ধারণ করিয়াছেন।

প্রথম শর্তটি আরোপ করিয়াছেন এই যে, আহ্বানকারী যেন তাহার রবের দিকেই আহ্বানে নিয়োজিত থাকে এবং তাহার কথা বা দাবী যেন তাহার আমল বা কর্মের দ্বারা সমর্থণপুষ্ট ও সত্যায়িত হয় যে সে তাহার রবের দিকেই আহ্বান করিতেছে, সে তাহার কোন স্বকীয় স্বার্থ, বাসনা-কামনা বা শয়তানী ভাব-ধারণার দিকে আহ্বান করিতেছে না এবং তাহার আমলে-সালেহ্ বা সৎকর্ম যেন তাহার কথা বা আহ্বানকে অধিক সুশোভিত করিয়া চলিয়া যায়। কেননা কথার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য আমল ঘৃণ্য হওয়াতে তিরোহিত হয়। আহ্বানকারী যত সুন্দর লক্ষ্য-বস্তুর দিকেই আহ্বান করুক না কেন, যদি তাহার আমল কদর্য ও ঘৃণ্য হয়, তাহা হইলে তাহার কথা বা আহ্বানের সৌন্দর্য বিলীন হইয়া যায়।

সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা আমলে-সালেহ্ বা সৎকর্মের শর্ত আরোপ করিয়াছেন এবং ইহার সঙ্গেই আরও একটি শর্ত সংযোজিত করিয়াছেন এই যে, (বলিয়াছেন :) و قال انني من المسلمين "এতদসঙ্গে এ দাবীও করিবে যে, আমি মুসলিমগণের অন্তর্ভূক্ত।" কেননা যদিও সে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী হয় এবং সৎকর্মেরও অধিকারী হয় কিন্তু সে যদি ইসলামের দিকে দাওয়াত না দেয় এবং নিজেকে মুসলমানদের অন্তর্গত বলিয়াও নির্ধারণ না করে, তাহা হইলে এই তৃতীয় শর্তটি বাতিল হইয়া যাইবে এবং ইহা তাহার কথার সৌন্দর্যকে বাতিল ও নস্যাৎ করিয়া দিবে।

মোট কথা, প্রতিটি ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্‌তায়ালার দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে এক সর্বাঙ্গ সুন্দর আহ্বানকারীর আদর্শ ও ভুমিকা পালন করিতে হইবে এবং প্রতিটি ব্যক্তি যে চায় যেন সে মানুষকে আহ্বান করিলে খোদাতায়ালার প্রেমের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হয় এবং তাহার কথা বা আহ্বান সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়—এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে কুরআন করীমের শিক্ষানুযায়ী এই শর্তগুলি অনিবার্য ও বাধ্যতামূলক। সে যেন মানুষকে তাহার রবের দিকে ডাকে, তাহার আহ্বানের বিষয়বস্তু যেন তাহার নিজের বাসনা-কামনা বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যাবলী না হয় এবং খোদার নামে ডাক দেওয়ার অলক্ষ্যে তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে। বরং ঐকান্তিকরূপে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই যেন সে মানুষকে আহ্বান করে। যেমন, জামাত আহ্‌মদীয়া বিশ্বজোড়া মানুষকে একমাত্র খোদাতায়ালার দিকেই আহ্বান জানাইতেছে। যদি কোথায়ও আল্লাহ্‌র দিকে এই আহ্বানের পিছনে উদ্দেশ্য হইয়া থাকে যে, আমাদের সংখ্যা যেন বাড়িয়া যায় এবং আমরা যেন পার্থিব বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে ইহা আর আল্লাহর দিকে আহ্বান হিসাবে অবশিষ্ট থাকিবে না। আমাদের দাওয়াত হইল কেবল আল্লাহ্‌তায়ালার উদ্দেশ্যে। সেজন্য প্রত্যেক আহ্‌মদীর উচিত, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যকে ইহাতে শামিল বা সংমিশ্রিত না করা, যাহাতে এরূপ করাতে তাহার দাবী কলুষিত হইয়া না পড়ে। কোন ব্যক্তি বিশেষ যেন তাহার অভীষ্ট লক্ষ্য না হয়, তেমনি না কোন জামাত, না অন্য কোন প্রকারের 'ইলাহ' (الٰه), আর না কোন অভিলাস ও বাসনা তাহার লক্ষ্য-বস্তু হয়।

বরং সে যেন খালেসরূপে শুধু আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে আহ্বানে নিয়োজিত থাকে এবং তাহার সৎকর্ম ইহার তসদীক বা সাক্ষ্যদান করে যে সুনিশ্চিতভাবে সে তাহার রবের দিকেই ডাকিতেছে।

'আমলে-সালেহ্' বলিতে কি বুঝায়? এ প্রসঙ্গে রবের দিকে আহ্বানকারীদের সহিত আল্লাহ্‌তায়ালা একটি সওদার কথা ঘোষণা করিয়াছেন এবং সেই অনুপাতে 'আমলে-সালেহ্' এর সারকথা ঐ সওদাটি বর্ণনা করার মাধ্যমে তুলিয়া ধরিয়াছেন। সুতরাং বলিয়াছেন:

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة
(سورة التوبة : ١١١)

অর্থাৎ—"ঐ সকল লোক যাহারা আমার হইয়া গিয়াছে, যাহারা হইল আমার পানে আহ্বানকারী লোক, যাহারা ঐকান্তিক ভাবে আমার সহিত একটি সওদা করিয়াছে, তাহাদের সেই সওদাটি হইল এই যে, "ইন্নাল্লাহাশ্‌তরা মিনাল মু'মেনীনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম" —খোদাতায়ালা তাহাদের প্রাণও ক্রয় করিয়া লইয়াছেন এবং তাহাদের ধন-সম্পদও ক্রয় করিয়াছেন, 'বে আন্না লাহুমুল্-জান্নাহ্'—আর ইহার বিনিময়ে আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে জান্নাত দান করিবেন।

এই আয়াতের কয়েকটি গভীর মর্মার্থ ও তত্ত্বগত স্তর রহিয়াছে, সেজন্য ইহার বিভিন্ন তফসীর এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে কিন্তু এই মওকাতে আমি বিশেষ ভাবে এ কথার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাইবার উদ্দেশ্যে আয়াতটি পাঠ করিতেছি যে, প্রাণ ও ধন-সম্পদ উভয়ই হইল এই সওদাটির অনিবার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। শুধু প্রাণ এই সওদার শর্ত পূরণ করিতে পারিবে না, আর কেবল ধন-সম্পদও এ সওদার শর্ত পূরণ করিতে পারিবে না। সুতরাং যাহারা আমলে-সালেহ্-এর দাবীদার তাহারা যদি উল্লিখিত দুইটি জিনিসের মধ্যে একটিরও অভাব ঘটায় তাহা হইলে তাহাদের সৎকর্মে দোষ-ত্রুটির উদ্ভব ঘটিয়া যাইবে এবং সেই অনুপাতে আল্লাহ্‌র দিকে তাহাদের আহ্বানের কাজও ত্রুটি-যুক্ত হইয়া পড়িবে।

যতটুকু মালী (আর্থিক) কুরবানীর সম্পর্ক, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে জামাত আহ্‌মদীয়া জগৎ ব্যাপী অপরাপর সকল দল বা জামাতের মধ্যে—তাহারা যে কোন ধর্ম বা রাজনৈতিক মতাদর্শের সহিত সম্পর্কযুক্ত হউক না কেন—এক সুপ্রকাশমান বৈশিষ্ট সহকারে সকলের চাইতে অগ্রগামী রহিয়াছে। আর যতটুকু 'নফ্‌স' বা প্রাণ সম্বন্ধীয় কুরবানীর সম্পর্ক, নিঃসন্দেহে সে ক্ষেত্রেও জামাত আহমদীয়া দুনিয়ার অন্যান্য জামাত বা দল অপেক্ষা অগ্রবর্তী রহিয়াছে। যদিও অপরাপর জামাতগুলির কুরবানীর মানদণ্ড ভিন্নতর কিন্তু আমাদের কুরবানীর মানদণ্ড তাহাদের তুলনায় সম্পূর্ণ সতন্ত্র এবং উন্নততর। আর এতই উন্নততর যে তাহাদের কুরবানীর মানদণ্ডের মোকাবিলায় আমাদের কুরবানীর মানদণ্ডের তুলনামুলক সম্পর্ক হইল এমনই যেমন জমিন ও আসমানের মধ্যকার ব্যবধান। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা

প্রতিটি মু'মেনের সহিত উক্ত সওদাটি করিয়াছেন। তিনি একটি জামাতের কেবল কতিপয় ব্যক্তিতে সন্তুষ্ট নহেন, মাত্র কয়েকজন আহ্বানকারীতেই সন্তুষ্ট নহেন। বরং মুসলমানের সংগাতে এ কথাটি তিনি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে 'তুমি যদি মুসলমান হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমাকে অনিবার্যরূপে আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে মানুষদের আহ্বান জানাইতে হইবে এবং তোমাকে নিজের ইসলাম গোপন করার অনুমতি দেওয়া যাইবে না। যদি তুমি ইসলাম গোপন রাখিয়া খোদার দিকে ডাক, তাহা হইলে খোদার নিকট তোমার কথা বা আহ্বান শোভনীয় কথা বা আহ্বান বলিয়া গণ্য হইবে না'। সুতরাং ইসলামের কুরবানীর মানদণ্ড তো এতই উন্নত ও ব্যাপক যে, কোন ব্যক্তি বিশেষ যে নিজেকে ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহে যাহাদের কথা বা আহ্বান খোদাতায়ালার নিকট সুন্দর ও মধুর বলিয়া সাব্যস্ত হয়—এরূপ ব্যক্তিকে উভয় প্রকারের মানদণ্ডে অবশ্যই পুরাপুরি উত্তীর্ণ হইতে হইবে। অর্থাৎ মালী কুরবানীর দিক হইতেও 'আমলে-সালেহ্' হইতে হইবে এবং প্রাণ সম্পর্কীয় কুরবানীর দিক হইতেও 'আমলে-সালেহ্' হইতে হইবে। এতদ্বারা সপ্রমাণীত হইল যে, প্রতিটি মুসলমানের জন্য 'নফ্‌স' বা প্রাণের কুরবানী পেশ করা জরুরী এবং আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করাও অনিবার্য কর্তব্য।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, প্রতিটি মানুষ তাহার অন্যান্য কাজে-কর্মে ব্যস্ত এবং নিজের জীবনের স্থিতিশীলতার উদ্দেশ্যে চেষ্টা-প্রয়াসে নিয়োজিত থাকিয়া সে তাহার সম্পূর্ণ 'নফ্‌স' বা প্রাণকে কিরূপে খোদাতায়ালার সমীপে পেশ করিতে পারে? এই প্রসঙ্গে কুরআন করীম বিভিন্ন মওকাতে বিভিন্ন শ্রেণীর মানবহৃদয়ে কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, কিছু লোক 'সাবেকুন'—অগ্রগামী হইয়া থাকে, কিছু মধ্যম দর্জার লোক হইয়া থাকে, আর কিছু সংখ্যক অপেক্ষাকৃত পিছনে পড়িয়া থাকা (মন্থর গতি বিশিষ্ট) লোক হইয়া থাকে। কিছু লোক দ্রুতগামী হয়, কিছু অপেক্ষাকৃত ধীরগতি বিশিষ্ট হয়। মোট কথা, কুরআন করীম উহার বিভিন্ন স্থানে প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ এবং তাহাদের কুরবানীর কথা উল্লেখ করিয়া ইহা বুঝাইয়াছে যে প্রতিটি ব্যক্তিকেই কোন না কোন রঙে কুরবানী অবশ্যই পেশ করিতে হইবে। কিছু সংখ্যক এরূপ লোক হইয়া থাকে যাহারা নিজেদের সম্পূর্ণ 'নফ্‌স' বা প্রাণকে জামাতের সামনে পেশ করিয়া দিয়া আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানের কাজে নিয়োজিত থাকেন এবং নিজেদের সময়ের কোন অংশই অবশিষ্ট রাখেন না। তাহারা বলেন 'আমাদের যাহা কিছুই আছে তাহা সবই খোদাতায়ালার। আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই দ্বীনের জন্য কোরবান। এখন আমাদের দ্বারা যেরূপে ইচ্ছা সেইরূপে কার্য গ্রহণ করুন, যেভাবে ইচ্ছা খেদমত নিন। আমাদের নিজের বলিয়া কোন কিছু নাই। সব কিছুই খোদার জন্য 'ওয়াক্‌ফ' বা উৎসর্গীকৃত।' এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে অধিকাংশই তাহাদের দাবীতে পুরাপুরি উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন এবং নিজেদের 'আমলে-সালেহ্'-এর দ্বারা নিজেদের দাবীর সত্যতা সাব্যস্ত করিয়া দেখান। আর কিছু সংখ্যক লোক আছেন যাঁহারা কিছুটা সময় অবশ্যই দিতে পারেন। দুনিয়ার কাজ-

কর্মে অনিবার্যবশতঃই জাতিকে নিয়োজিত হইতে হয়। সমষ্টিগত প্রয়োজনসমূহ পুরণের তাগিদেও দুনিয়ার (পার্থিব) উপার্জন জরুরী হইয়া থাকে। কিন্তু অভীষ্ট লক্ষ্য তাহাদেরও দ্বীনের খেদমতই হইয়া থাকে। সুতরাং যে অর্থ তাঁহারা কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জন করিয়া থাকেন তাহা খোদার হুজুরে পেশ করিয়া দেন এবং এইরূপে তাহারাও নিজেদের দাবীকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিয়া দেখান। কিন্তু খোদাতায়ালা বলেন যে, 'নিজেদের প্রাণকেও আমার সমীপে পেশ করা জরুরী।' বরং (উল্লিখিত আয়াতে) নফ্‌স বা প্রাণের কথা প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেজন্য প্রতিটি আহমদী, যে মালী কুরবানী তো পেশ করিতেছে কিন্তু সময়ের কুরবানী পেশ করিতেছে না—সে কুরআন করীমের উক্ত আয়াত অনুসারে একজন খঞ্জ মুসলমান। তাহার দুইটি পায়ের মধ্যে একটি পা নাই, এবং খঞ্জ হওয়ার ফলশ্রুতিতে মানুষ তাহার সমষ্টিগত শক্তির দশমাংশেরও অধিকধারী থাকিয়া যায় না। অর্থাৎ দুইটি পায়ের মধ্যে একটি কাটিয়া যাওয়াতে তাহার অর্ধেক শক্তিও বজায় থাকে না বরং অনেক সময় একশত ভাগের এক ভাগও থাকে না। সেজন্য নিছক দাবীকারক মুসলমান অর্ধ মুসলমান হইয়া থাকিয়া যাইবে। ইহাতো এক মস্ত বড় দোষ বা ত্রুটি। সুতরাং পূর্বে যদি নফ্‌স বা প্রাণ সম্পর্কীয় কুরবানীর ময়দানে জামাতের অতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন ছিল, তাহা হইলে আজ তদপেক্ষা অধিক ইহার প্রয়োজন রহিয়াছে।

বাস্তবিকপক্ষে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জামানায় কার্যতঃ আমাদের যত জন মোবাল্লেগ কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত ছিলেন আজ তাহাদের তুলনায় দশমাংশও তবলীগের কাজে নিয়োজিত নহেন। পক্ষান্তরে এখন প্রয়োজন বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং আমাদের Contact Point অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ঐ সময় হিন্দুস্তান এরূপ একটি দেশ ছিল যেখানে জামাতে আহমদীয়ার সংযোগ ও সম্পর্ক অধিকতর ক্ষেত্রে ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলা করার সহিত বিজড়িত ছিল কিন্তু এখন তো জগতে হয়তো গণনায় মাত্র কয়েকটি দেশ এরূপ হইবে যেখানে জামাত স্থাপিত হয় নাই। নচেৎ, এমন কোন জায়গা আপনারা পাইবেন না যেখানে জামাতের যোগ-সম্পর্ক কোন না কোনরূপে কায়েম হয় নাই অথবা বর্তমানে সেখানে জামাত নাই। যেমন, রাশিয়া একটি কমিউনিষ্ট (সাম্যবাদী) দেশ। ইহা সত্বেও যে সেখানে তবলীগ বা ধর্ম প্রচারের অনুমতি নাই,—সেখানকার একটি পত্রিকা ইহা স্বীকার করিয়াছে যে, আহ্‌মদীয়া জামাত রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলেও মওজুদ আছে, যদিও নিজেদের মারকাজের সহিত তাহাদের যোগ-সম্পর্ক নাই। সুতরাং যখন আমি বলি যে, জগৎব্যাপী প্রত্যেক স্থানে আহ্‌মদীরা বিদ্যমান আছেন—ইহা আমি জ্ঞানের ভিত্তিতেই বলি। ইহা বাস্তব সত্য যে জামাত আহ্‌মদীয়ার অস্তিত্ব চীনেও আছে, রাশিয়াতেও আছে, পূর্ব ইউরোপেও আছে, বরং পূর্ব ইউরোপের একটি দেশ সম্বন্ধে সমর্থিত তথ্য পাওয়া গিয়াছে এই যে, সেখানে বর্তমানে খোদাতায়ালার ফজলে যে সর্বমোট মুসলমান অধিবাসী আছেন তাহাদের মধ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেন আহমদীয়া জামাতের সহিত সম্পর্কযুক্ত মুসলমানগণ। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, (জামাতের) Contact point যখন প্রসার লাভ

করিয়াছে তখন খেদমতের প্রয়োজন ও চাহিদাও অধিক সম্প্রসারিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা বাস্তব ঘটনা যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জামানায় যত সংখ্যায় আহমদীরা মোবাল্লেগ ছিলেন এবং আল্লাহ্‌র দিকে আহ্‌বানের কাজ করিতেন, সেই তুলনায় আজ ঐ সংখ্যা অনেক কম। তখন প্রতিটি আহ্‌মদীই মোবাল্লেগ ছিলেন, প্রত্যেকেই মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানে নিয়োজিত থাকিতেন। একজন কৃষক যখন ক্ষেতে হাল চাষ করিত, তখন সে তবলীগ করিত। একজন ব্যবসায়ী যখন ঠোঙ্গায় সোডা ভরিয়া গ্রাহকের হাতে বিক্রয় করিতেন, তখনও তিনি তবলীগ করিতেন, একজন হেকিম যখন ঔষধের পুরিয়া তৈরী করিয়া কাহাকেও দিতেন অথবা ডাকযোগে পার্সেল পাঠাইতেন, তখন উহার সঙ্গে তিনি তবলীগ অব্যহত রাখিতেন। সমাজে যে কোন শ্রেণীর আহ্‌মদী যে কোন স্থানের অধিকারী হউক না কেন—উকিল হউক বা ডাক্তার, ব্যবসায়ী হউক অথবা পেশাদার, কাঠ-মিস্ত্রী হউক বা কামার—প্রতিটি স্থানে সে প্রথমে ছিল মোবাল্লেগ এবং তারপর ছিল অন্য কিছু। সুতরাং উক্ত কারণ বশতঃই হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) 'লেকচার লুধিয়ানা' গ্রন্থে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, "বয়েতের গণনা ও পরিসংখ্যানের যতখানি সম্পর্ক—দুই হাজার, চার হাজার, ছয় হাজার পর্যন্ত সংখ্যায় বয়েত (ডাকযোগে) হস্তগত হইয়া থাকে।" মোবাল্লেগ যদি ছিলই না, তাহা হইলে এই সকল বয়েত কোথায় হইতে আসিত। সেই জামানায় প্রতি মাসে ছয় ছয় হাজার সংখ্যায় সাধারণ রুটিন (routine) অনুযায়ী অর্থাৎ নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার স্বরূপ সম্পাদিত হইত। ইহার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জীবদ্দশায় বার্ষিক বয়াত্তর (৭২) হাজার বয়েত হইত। এতদ্ব্যাতীত, কখনও কখনও এমন সময়ও আসিত, যখন অসাধারণ ঝাঁকজমকের সহিত কোন নিদর্শন প্রকাশিত হইত, তখন সহসা বয়েতের গতিও অসাধারণভাবে বাড়িয়া যাইত। কোন কোন সময় পিওন চক্কর দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িত। একবার বয়েতসমূহের একটি থলে বহিয়া আনিত, তারপর দ্বিতীয়টি আনিতে চলিয়া যাইত, তারপর তৃতীয়টি আনিতে যাইত। এই বরকত এজন্য ছিল যে, 'নফ্‌স'-এর কুরবানীতেও বরকত ছিল। খোদাতায়ালার বরকতসমূহ আমাদের কুরবানীর বরকতের সহিত যোগ সম্পর্ক রাখে। ইহা ঠিক যে আমাদের কুরবানীর তুলনায় শত শত গুণ বেশী পরিমাণে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল নাজেল হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা সত্বেও সেই তুলনামূলক পারস্পরিক সম্পর্কটি কায়েম থাকে। যদি বলেন যে উহা এক এবং এক শতের মধ্যকার সম্পর্কের ন্যায়, তাহা হইলে যখন দশটি কুরবানী হইবে, তখন হাজারটি ফজল নাযেল হইবে। এমন তো নয় যে, একটি কুরবানীর পর একশত ফজল এবং দশটির পর এক শতটিই থাকিবে। অতএব, ফজলসমূহকে বাড়াইবারও কিছু ভঙ্গিমা আছে। সে সকল ভঙ্গিমা এখতিয়ার করিতে হইবে।

বর্তমানে জগৎব্যাপী যে খ্রীষ্টান প্রচারকগণ কাজ করিতেছে তাহাদের সংখ্যা প্রায়

দুই লক্ষ পচাত্তর হাজার। আর ইহারা হইল ঐ সকল খ্রীষ্টান প্রচারক, যাহারা সাধারণ পাদ্রী নয়—যাহারা চার্চে তাহাদের প্রার্থনা পরিচর্যার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে, বরং তাহারা হইল একান্তরূপে (খ্রীষ্ট-ধর্মের) তবলীগ বা প্রচার সংক্রান্ত সংগঠনগুলির সহিত জড়িত এবং তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য তবলীগ ব্যতীত আর কিছু নয়। যদি শুধু তাহাদের বেতনেরই হিসাব করিয়া আপনারা দেখেন, তাহা হইলে বিস্মিত হইয়া পড়িবেন। এতদ্ভিন্ন আরও অসংখ্য খরচ আছে, যাহা প্রতিটি পাদ্রীর সহিত লাগিয়া আছে। যেমন, লিটারেচার প্রকাশনা, বিনামূল্যে সম্পদ বা অর্থ বিতরণ, মানুষদের বিভিন্ন ধরণের জিনিস সরবরাহ করা, তাহাদিগের নিকট প্রত্যেক প্রকারের প্রলোভন পেশ করা, হাসপাতাল, স্কুল ও কলেজের দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করা, ইত্যাদি। এগুলিতেই এত মোটা অংক হইয়া পড়ে যে আমরা উহা কল্পনাও করিতে পারি না। শুধু তাহাদের বেতনের উপরই প্রতি বৎসর অর্বুদ-অর্বুদ টাকা ব্যয় হইতেছে। পক্ষান্তরে, বেচারা আমরা তো হইলাম গরীব লোক। আমাদের বার্ষিক বাজেট মাত্র কয়েক কোটির মধ্যে সীমিত। এই সমগ্র টাকাও যদি আমরা মোবাল্লেগদের উপর ব্যয় করিয়া দেই এবং এক আনা পয়সাও অন্যত্র খরচ না করি, তথাপি কয়েক হাজারের উর্ধে মোবাল্লেগদের সংখ্যা বাড়িবে না। আর তাহারা (খ্রীষ্টান প্রচারকরা) হইল দুই লক্ষ পচাত্তর হাজারের কাছাকাছি। পরিসংখ্যান পরিবেশন-কারীরা হইলেন বিভিন্ন লোক, কিছু কিছু পার্থক্যের সহিত পরিসংখ্যান পেশ করেন। কিন্তু আমি যে খোঁজ লইয়াছি, আমার সেই পর্যপেক্ষণ অনুযায়ী প্রায় পৌনে তিন লক্ষ নিয়মিত খ্রীষ্টান প্রচারক বর্তমানে জগৎব্যাপী কাজ করিতেছে এবং ইহাদের সহিত যদি মর্মেন চার্চের বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার জীবন-উৎসর্গকারীকেও শামিল করিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইলে উক্ত সংখ্যা সোয়া তিন লক্ষে গিয়া দাঁড়ায়।

এখন প্রশ্ন হইল এই যে, সোয়া তিন লক্ষের মোকাবিলায় আমাদের সোয়া দুই শত বা তিন শত মোবাল্লেগ কিরূপে প্রতিদন্দ্বিতা করিতে পারিবে? ইহার ব্যবস্থা-পত্র কুরআন শরীফ ব্যক্ত করিয়াছে। আর উহা যে কত সহজ এবং কত পবিত্র ব্যবস্থা-পত্র! আল্লাহ-তায়ালা বলেন, তোমরা আহ্বান কর এবং আমলে-সালেহ্-এর দাবী ও চাহিদা পূরণ কর। এবং আমলে-সালেহ্-এর দাবী ও চাহিদায় এ বিষয়টিও শামিল করা হইয়াছে যে, মানুষে যেন নফ্‌সের কুরবানীও দেয় এবং ধন-সম্পদের কুরবানীও দেয়। বরং মুসলমান হওয়ার শর্ত বা সংগায় ইহাও শামিল করা হইয়াছে যে, তাহাকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী হইতে হইবে। ইহা অপেক্ষা অধিক স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে আর কি কথা বলা যাইতে পারে? অন্য কথায় উক্ত আয়াত ঘোষণা করিতেছে এই যে তোমরা সচ্ছন্দে ইসলামের দাবী কর। ইহাতে তোমাদিগকে কেহ বাধা দেয় না। কিন্তু তোমরা যদি এরূপ ইসলামেরই দাবী করিতে চাহ, যাহা কি-না খোদার দৃষ্টিতে সর্বাঙ্গ সুন্দর ইসলাম, বরং যাহা কি-না সর্বাপেক্ষা সুন্দর ইসলাম, তাহা হইলে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান হইবে উহার অপরিহার্য ও প্রথম শর্ত। তারপর

দ্বিতীয় শর্ত হইল সৎকর্ম। অতঃপর তোমাদের এখন ইহা বলিবার অনুমতি আছে, 'হাঁ, আমরা মুসলমান।' মোট কথা, মোবাল্লেগদের অভাব বা স্বল্পতার চিকিৎসা আমাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি প্রতিটি আহমদী নিজেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মুবাল্লেগে পরিণত করে এবং নফ্‌স সংক্রান্ত কুরবানীর ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে আহ্বানকে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেয়, তাহা হইলে আপনাদের মোবাল্লেগগণের সংখ্যা সমগ্র জগতের খৃষ্টান প্রচারকদের সংখ্যাকে ছাড়াইয়া যাইবে। বরং কোন কোন জায়গায় এক একটি দেশেই আপনাদের মোবাল্লেগদের সংখ্যা সমগ্র বিশ্বের খৃষ্টান প্রচারকদের সংখ্যাকে ছাড়াইয়া যাইবে। আর এই ধারণার বশবর্তী হওয়া যে মোবাল্লেগ হওয়ার জন্য নিয়মিত জামেয়া পাশ হওয়া জরুরী—ইহা বড়ই বেওকুফি ও নির্বুদ্ধিতা মূলক ধারণা। মানুষ তাহার প্রকৃত স্থান ও মর্যাদা অনুধাবন না করার কারণ বশতঃই এ কথা চিন্তা করে।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, প্রতিটি মুসলমান যে জেহাদের ময়দানে প্রবেশ করিতে চায় তাহার সর্বাপেক্ষা বড় হাতিয়ার বা অস্ত্র হইল দোওয়া। মানুষ যখন আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানের কাজে নিয়োজিত হয়, তখন সাহায্যও সে খোদাতায়ালার নিকট হইতে চায়। সেজন্যই সে প্রত্যহ পাঁচবার প্রতিটি নামাযের প্রতিটি রাকাতে ايا ك نعبد و ايا ك نستعين পাঠ করে। অর্থাৎ—হে খোদা! আমি তোমারই ইবাদত করিব। এই ওয়াদা আমি করিয়াছি এবং নিয়ত আমার ইহাই। কিন্তু এখন সাহায্যও আমাকে তোমার নিকট চাহিতে হইবে। তোমরা সাহায্য পাইলেই ইবাদতের হক্ আদায় করা সম্ভব হইবে। সুতরাং আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অস্ত্র তো হইল আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য এবং দোওয়া। দোওয়ার দ্বারা একজন মুসলমান যখন জেহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয় তখন সমস্ত দুনিয়ার শক্তি তাহার মোকাবিলায় কোন মূল্য বা মর্যাদা রাখে না। সেজন্য সমগ্র পৃথিবীর আহমদীদিগকে আমি এই ঘোষণাটির মাধ্যমে হোশিয়ার করিতেছি যে, পূর্বাহ্নে তাঁহারা যদি মোবাল্লেগ ছিলেন না, তাহা হইলে আজকের পর হইতে তাঁহাদিগকে অনিবার্যরূপে মোবাল্লেগ হইতে হইবে। ইসলামকে সারা বিশ্বে জয়যুক্ত করার দাবী ও চাহিদা অতি ব্যাপক এবং ইহা এক বিরাট দায়িত্বভার, যাহা জামাত আহমদীয়ার উপর ন্যাস্ত করা হইয়াছে। খৃষ্টান জগতকে মুসলমান করা কোন মামুলি কাজ নয়। কিন্তু খৃষ্টান জগতে আরও যে সকল বিকৃতি ঘটিয়াছে সেগুলি এতই মারাত্মক ও ভয়াবহ যে সেগুলির ইসলাহ্ বা সংস্কারের কাজ এক বিরাট পরিকল্পনা সাপেক্ষ এবং চরম ও পরম মেধা, মস্তিষ্ক ও কর্মগত শক্তি সেই ক্ষেত্রে ব্যয় করিতে হইবে।

ইহা এক বাস্তব সত্য যে, বর্তমানে খৃষ্ট-ধর্মের ফলশ্রুতিতে বিশ্বে অনেক কদর্য প্রসার লাভ করিয়াছে। বহু প্রকারের রুহানী (আত্মিক) ব্যাধি শিকড় ধরিয়াছে। কোন কোন ব্যাধি ক্যান্সারের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। দোওয়ার ফলশ্রুতিতে যদি আল্লাহ্ চাহেন তবে তিনিই ইসলাহ্ করিতে পারেন। কিন্তু কার্যতঃ মানুষ যতই চিন্তা করে ততই মানবীয় ক্ষমতায়

তাহাদের ইস্‌লাহ্ বা সংস্কারের কোন উপায় দেখা যায় না। তেমনি, নাস্তিকতা যতখানি প্রসার লাভ করিয়াছে উহারও প্রকৃত দায় দায়িত্ব খৃষ্ট-ধর্মের উপরই বর্তায়, ইহার জন্যও খৃষ্ট-ধর্মই প্রকৃত দায়ী। যেমন, কুরআন করীমে বর্ণিত হইয়াছে:

كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا ۔ (الكهف : ٢)

[অর্থ—(পরিণামের দিক দিয়া) ভয়ঙ্কর কথা (ঈসাকে খোদার পুত্র বলিয়া) যাহা তাহাদের মুখ দিয়া নির্গত হইতেছে, বস্তুতঃ তাহারা (ইহা) মিথ্যা বই আর কিছুই বলিতেছে না।"—অনুবাদক]

কোন কোন নির্বোধ বুঝে না, তাহারা বলিয়া থাকে, 'আল্লাহ্‌র ইহাতে কি ক্ষতি? আমরা যদি তাঁহার শরীক সাব্যস্তই করিয়া থাকি, তাহাতে কি বা পার্থক্য বা অনর্থ ঘটিয়া যায়? আমরা তাহা করিলে আমাদের নিজেদেরই ক্ষতি করিয়াছি। তাহাতে খোদা কেন খৃষ্ট-ধর্মের পিছনে এতই লাগিয়া গেলেন? কেন বার বার তিনি এ কথা বলেন যে, তিন খোদা বানাইয়া ফেলিয়াছে! জুলুমের এক শেষ হইল এবং সব যেন উলট-পালট হইয়া গেল!' বস্তুতঃ ইহার কারণ এই যে, আপনারা যদি আজিকার সাম্প্রতিক ইতিহাস এবং মানবীয় অধঃগতির বিচার-বিশ্লেষণ করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, অধিকাংশ ব্যাধির দায়ভার খৃষ্ট-ধর্মের উপরই বর্তায়, উহাই উৎস সব্যস্ত হয় সকল রোগের। ইহা এক মৌলিক সত্য যে দৃষ্টি-ভঙ্গী যদি অযৌক্তিক হয়, তাহা হইলে উহার ফলশ্রুতিতে সেই দৃষ্টি-ভঙ্গীর আহ্বান যে বিষয়ের দিকে হইয়া থাকে উহার উপর হইতেও বিশ্বাস উঠিয়া যায়। সুতরাং খৃষ্ট-ধর্ম নাস্তিকতার উদ্ভব ঘটাইয়াছে। খৃষ্ট-ধর্ম কমিউনিজমকে জন্ম দিয়াছে। খৃষ্ট ধর্ম বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতার প্রতিটি প্রবাহের উদ্রেক ঘটাইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, খৃষ্ট-ধর্মের মূলগত বিশ্বাস মৌলিকরূপে মানবীয় বিবেক-বুদ্ধির সহিত সংঘর্ষ লিপ্ত ছিল, উহা গ্রহণযোগ্য ছিল না। ইহা স্পষ্ট যে, খোদার দিকে আহ্বানকারীরা যখন একটি অসংগত কথার মাধ্যমে আহ্বান জানাইতে আরম্ভ করে, তখন খোদার অস্তিত্বে আস্থা উঠিয়া যায়। সুতরাং বর্তমান খৃষ্টান জগতের ব্যাপক জরিপের দ্বারা যে পরিসংখ্যান প্রসিদ্ধ আমেরিকান পত্রিকা Time-এ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, খৃষ্টান নামধারীদের মধ্যে শতকরা ২২ জন হইল এমন ব্যক্তি যাঁরা খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখেন বলিয়া দাবী করেন। আর অবশিষ্ট খৃষ্টান নামধারীগণ খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসীই নহেন। এবং যাঁরা খৃষ্ট-ধর্মের তথাকথিত অনুসারী তাহাদের মধ্যে পুঞ্জীভূত ব্যাধিও গণনাতীত। সুতরাং না-মাকুল ও অযৌক্তিক দৃষ্টি-ভঙ্গী বা মতবাদের ফলশ্রুতিতে জগৎ দুঃখ-ভারাক্রান্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এবং এরূপ ভয়াবহ ফেৎনা ফুটিয়া উঠে যাহা মানবজাতির জন্য অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ইহা বিস্তৃত বিচার-বিশ্লেষণের সময় নয়, কিন্তু ইশারা-ইঙ্গিতে আপনাদিগকে বলিতেছি যে, আপনারা যদি চিন্তা করেন এবং গভীর প্রজ্ঞা সহকারে চিন্তা করেন, তাহা হইলে আজিকার যুগের অধিকাংশ ব্যাধি, সমস্যা ও বিপদাবলী খৃষ্ট-ধর্ম

হইতে প্রস্ফুটিত হইতে দেখিতে পাইবেন। সেজন্য খৃষ্ট-ধর্মের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক জেহাদের প্রয়োজন রহিয়াছে এবং এই জেহাদে প্রত্যেক আহমদীর অনিবার্যরূপে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি প্রতিটি আহমদী এই জেহাদে শামিল হয়, তাহা হইলে আমাদের প্রচারকদের সংখ্যা তাহাদের প্রচারকদের অপেক্ষা কয়েক গুণ বাড়িয়া যাইবে।

তবলীগের ফলশ্রুতিতে জ্ঞান আপনাপনি আসিয়া যায়। প্রথমে জ্ঞান আহরণ করিয়া তবলীগ করাও ভাল কথা। কিন্তু যে সকল ব্যক্তির এরূপ করিবার তওফিক না হয়, এবং অধিকাংশ লোকেরই উহার সুযোগ হইয়া উঠে না, তাহাদিগকে অপেক্ষা বা কালবিলম্ব ব্যতিরেকেই ময়দানে ঝাপাইয়া পড়িতে হইবে। এই ক্ষেত্রে দোওয়াই আসল বস্তু। আমি দীর্ঘকাল তবলীগের কাজের সহিত জড়িত ছিলাম। আমার অভিজ্ঞতা এবং প্রকৃত সত্যও ইহাই যে, বড়র চাইতে বড় যে কোন আলেমের চেষ্টা-প্রয়াস ফলপ্রসূ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বোনিয়াদীরূপে মুত্তাকী ও দোওয়াপ্রত্যাসী না হয়। পক্ষান্তরে বড় বড় নিরক্ষরদিগকে আমি দেখিয়াছি, যাহারা দ্বীনের দিক দিয়া বিস্তারিত কোন জ্ঞানের অধিকারী ছিল না, কিন্তু তাহাদের কথায় ও কাজে নেকী ও তকওয়া ছিল, দোওয়ার অভ্যাস তাহাদের ছিল—তাহারা সফলকাম মোবাল্লেগ হিসাবে সাব্যস্ত হইয়াছেন। সেজন্য যাহা কি-না আসল হাতিয়ার তাহা তো প্রতিটি আহমদীর নিকট সংগৃহীত আছে। তারপর সে কেন অবশিষ্ট আর সব জিনিসের অপেক্ষায় থাকে? অবশ্য, যখন তবলীগের ময়দানে তাঁহারা অবতীর্ণ হইবেন তখন ক্রমে ক্রমে আল্লাহ্‌তায়ালা নিজে তাহাদের তরবিয়ত করিবেন, তাঁহাদের মস্তিষ্কে প্রখরতা দান করিবেন, তাঁহাদের জ্ঞানে বরকত নাজেল করিবেন। ইহা এমনই যেমন সাধারণ কোন ব্যক্তি যখন কোন কাজ আরম্ভ করে, তখন প্রাকৃতিক বিধান অবলীলাক্রমে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাহাতে তাহার কাজ পূর্বের তুলনায় উন্নততর পর্যায়ে পর্যবসিত হইতে থাকে। যেমন, বাচ্চা—প্রথমে সে হাটিতে শিখে, তারপর দৌড়াইতে আরম্ভ করে। আর যখন সে দৌড়াইতে পারে, তখন পরবর্তীতে সে অনেক বিরাট কীর্তি সমূহ সম্পাদন করিতে শুরু করিয়া দেয়। প্রত্যেক ব্যায়ামের ফলশ্রুতিতে (উহা ব্যতীত যাহা মানবীয় ক্ষমতার উর্ধে মাত্রাতিরিক্ত করা হয়) পূর্বাপেক্ষা অধিক শক্তির উৎপাদন ঘটে। তেমনি ভাবে, যখন তবলীগের ময়দানে যাইবেন তখন খোদাতায়ালা নিজে আপনাদিগকে মজমুন (ধারাবাহিক জ্ঞান-তত্ত্ব) শিক্ষা দিবেন। আর খ্রীষ্ট-ধর্ম তো এতই অসার, অর্থহীন ও অন্তঃসারশূন্য এবং এতই অযৌক্তিক যে, কোন আহমদীর জন্য খ্রীষ্ট-ধর্মের মোকাবিলায় কোন প্রস্তুতির কি প্রয়োজন? খ্রীষ্টিয় খোদার পুত্রের মৃত্যু যাহার আকীদার অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে জন্মলগ্ন হইতে যাহার স্বভাবে এই আকীদা নিহিত হইয়াছে যে হযরত ঈসা (আঃ) মৃত্যু বরণ করিয়াছেন, যাহাকে মাতৃদুগ্ধের সহিত পান করানো হইয়াছে যে, কোন নশ্বর মানব জগতে কখনও চিরস্থায়ী জীবন লাভ করিতে পারে না, একমাত্র খোদাতায়ালাই হইলেন চিরস্থায়ী জীবনের অধিকারী, সকল নবী ওফাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন—এরূপ আহমদীর পক্ষে খৃষ্ট-ধর্মের সামনে যাইতে কি লজ্জা বা সঙ্কোচ থাকিতে পারে? বাস্তব সত্য এই যে খৃষ্টানরা আহমদীদের

দেখিয়া পলায়ন করে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) লিখিয়াছেন এবং নিজের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ অপরাপরের সামনে এ কথাটি উপস্থাপিত করিয়াছেন যে, 'দেখুন, খোদাতায়ালা আমাকে 'কাস্‌রে-সলীব' তথা ক্রুশীয় মতবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছিলেন, এবং ইহার প্রমাণ এই যে, সাধারণ একজন আহমদী যে আমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত, যখন সে খৃষ্টান পাদ্রীদের সামনে যায়, তখন তাঁহারা যখন জানিতে পারেন যে, এই ব্যক্তি একজন আহমদী, তখন তাহারা আপনাপনি পালাইয়া যান এবং আর কোন তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন থাকে না।' আমরা বাল্যকালে নিজেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ইহা সত্বেও যে আমরা সাধারণ ছেলে মানুষ ছিলাম এবং জ্ঞানের দিক দিয়াও কার্যতঃ অপক্ক ছিলাম, তথাপি কোন কোন খৃষ্টান পাদ্রী (যাহাদের নিকট আমরা গিয়াছি) আমাদের সম্মুখে আসিতে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন।

আমার স্মরণ আছে, একবার ডালহৌজিতে একটি চার্চে আমরা চলিয়া যাই। তখন আমরা স্কুলে পড়াশুনা করিতাম। সেখানে এক দেশী পাদ্রী সাহেব ছিলেন। তাঁহার সহিত কথা-বার্তা শুরু করিয়া দেই। কিছুক্ষণ পর তাহাদের একজন বড় পাদ্রী আসিলেন। আমার জানা নাই, কোন্ খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের সহিত তিনি সম্পর্ক রাখিতেন, তবে তিনি ছিলেন ইউরোপিয়েন। তিনি যখন আমাদের কথা-বার্তা শুনিলেন তখন কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের কথায় তিনি আঁচ করিতে পারিলেন যে, আমরা আহমদী। তিনি আগাইয়া আসিয়া আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে বালকগণ! তোমরা কি জামাতে আহমদীয়ার সহিত সম্বন্ধ রাখ?' আমরা বলিলাম, 'হাঁ, আমরা আহমদী।' তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা, তাহা হইলে তোমাদের সহিত আমাদের কথা বলিবার অনুমতি নাই।' এই বলিয়া তিনি আমাদের বিদায় দিলেন।

সুতরাং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) যে দাবী করিয়াছিলেন, উহা যে সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা আহমদী বালকরাও স্বচক্ষে দেখিয়াছে। সেজন্য বিচক্ষণ আহমদীগণ যাঁহারা জাগতিক (অধুনা) শিক্ষায়ও শিক্ষিত এবং সমগ্র জগৎ ব্যাপী ছড়াইয়া আছেন, তাঁহাদের পক্ষে খৃষ্ট-ধর্মের সম্মুখীন হইতে কি শংকা থাকিতে পারে? তাঁহারা পূর্ব হইতেই তো জ্ঞানগত দিক দিয়া সুসজ্জিত। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জ্ঞানপূর্ণ সাহিত্য আহমদীদের মেধা-মস্তিষ্কে এরূপ আলোক সম্পাত করিয়াছে এবং জ্যোতিঃ দান করিয়াছে যে, খৃষ্ট-ধর্মের যিনি অধ্যয়ন করেন নাই তিনিও নিঃসন্দেহে খৃষ্টান পাদ্রীদের মোকাবিলা করিবার উপযুক্ত। সে জন্য কোন অপেক্ষা বা কালবিলম্ব করার প্রয়োজন নাই। শুধু একটু মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন।

আজ হইতে যদি প্রত্যেক আহমদী ইহা বুঝিয়া লয়—সে যে দেশেই এবং যেখানেই থাকুক,—সে অবশ্যই দুনিয়া উপার্জন তো করিবে বটে কেননা ইহা ব্যতিরেকে উপায়ন্তর নাই, জীবন নির্বাহ সম্ভব নয় এবং দ্বীনের খাতিরে কিছু পেশ করার উদ্দেশ্যে তাহার

দুনিয়া উপার্জন করা উচিত কিন্তু সর্বদা সে ইহা দৃষ্টির সামনে রাখিবে যে তাহার অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যও হইতেছে আল্লাহতায়ালার দিকে আহ্বান করা ও দাওয়াত দেওয়া এবং তাহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের স্বার্থকতা ইহাতেই নিহিত যে, সে খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে জীবিত আছে এবং খোদার দিকে আহ্বানের উদ্দেশ্যেই বাঁচিয়া আছে। এই অঙ্গীকারের সহিত যখন সে কার্য আরম্ভ করিবে তখন আপনারা দেখিতে পারিবেন যে, আল্লাহতায়ালার ফজলের দ্বারা জগতে কত বিপুল সংখ্যায় এবং দ্রুত গতিতে সেই বিপ্লবের উদ্ভব ঘটিতে শুরু করিয়াছে, যাহার আকাঙ্খা লইয়া আমরা বসিয়া আছি।

প্রকৃত প্রস্তাবে সেই বিপ্লব আপনাদের পথ পানে চাহিয়া আছে। আপনাদের আন্তরিক নিষ্ঠার পথের দিকে তাকাইয়া আছে। আপনাদের উচ্চ সাহসিকতার পথ দেখিতেছে। আপনাদের হৃদয়ের দৃঢ় সংকল্পের পথ পানে চাহিয়া আছে। এই সকল জিনিস ব্যতিরেকে আপনারা যখন সেই বিপ্লবের পশ্চাৎধাবন করেন তখন উহা অধিকতর দ্রুত বেগে আপনাদের নিকট হইতে পলায়নপর হয়। আজ যদি দুনিয়ার প্রতিটি আহমদী বদ্ধপরিকর হয় যে, তাহাকে নফ্‌সের কুরবানী আল্লাহর দিকে আহ্বায়ক রূপে খোদার হুজুরে পেশ করিতে হইবে, এবং মানুষকে খোদার দিকে ডাকিতে হইবে, তাহা হইলে যে বিপ্লব আমাদের নিকট হইতে পলায়নপর দেখা যায়—আপনারা দেখিতে পাইবেন যে উহা কোন একটি স্থানে থামিয়া গিয়াছে, তারপর উহা ফিরিয়াছে, অতঃপর উহা আপনাদের চাইতে অধিকতর দ্রুতবেগে আপনাদের দিকে ছুটিয়া আসিতে দেখা যাইবে। তখন কেহ বলিতে পারিবে না, 'আমরা বিপ্লবের দিকে বাড়িয়া চলিয়াছি, কিম্বা বিপ্লব আমাদের দিকে আগাইয়া আসিতেছে।' তখন অনেকটা অবস্থা এরূপ হইবে যেমন মা যখন দীর্ঘ দিন পর তাহার বিচ্ছিন্ন সন্তানকে দেখিতে পায় এবং সন্তান দীর্ঘ কাল পর বিচ্ছিন্ন মাকে দেখে, সেই অবস্থায় কেহ বলিতে পারে না যে তখন কে কাহার দিকে অধিকতর দ্রুতবেগে ছুটিতেছে। অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে তখন একটি স্বতঃস্ফূর্ত চীৎকার বাহির হইয়া আসে এবং উভয়ে একে অন্যের দিকে ছুটিয়া যায়। ঠিক তেমনিভাবে, প্রত্যেক আহমদী যদি নিজ অন্তরে দৃঢ় সংকল্প বদ্ধ হয় যে, সে খোদার খাতিরে জীবিত আছে, খোদার খাতিরেই জীবিত থাকিবে এবং খোদার দিকে সে আহ্বান করিতে থাকিবে, তাহা হইলে আপনারা দেখিয়া লইবেন যে সেই মহান বিপ্লব যাহা আমাদিগকে এই পৃথিবীতে ঘটাইতে হইবে তাহা আমাদের চাইতে অধিকতর দ্রুতবেগে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। উহা আর আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে দেখা যাইবে না।

সুতরাং বন্ধুদের উচিত, তাঁহারা যেন 'আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী' হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেন এবং দোওয়া করেন যেন আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে তদ্রূপ হইবার তওফিক দান করেন।

জামানা অত্যন্ত দ্রুতবেগে ধ্বংসের দিকে ধাবমান। উহার গতিবেগে যদি বাধা দান করিতে হয় তাহা হইলে উহা আমাদেরই করিতে হইবে। উহার পরিত্রাণের উপায়-উপাদান যদি উদ্ভাবন করিতে হয়, তাহা হইলে খোদাতায়ালার হুজুরে আহোজারির মাধ্যমে আমাদিগকেই করিতে হইবে। উহাকে যদি খোদার পদতলে আনিয়া হাজির করিতে হয়, তবে উহা আমাদেরই করিতে হইবে। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে ইহার তওফিক দান করুন।

খোৎবা সানীয়া প্রদান কালীন হুজুর (আইঃ) বলেন :

এই ঘোষণার পরিশিষ্ট স্বরূপ এ কথাটিও আমি বন্ধুদের সামনে সুস্পষ্টাক্ষরে পেশ করিতে চাই যে, যাঁহারা দোওয়ার জন্য চিঠি লিখেন তাঁহারা যদি নিজেদের চিঠিতে এ কথাটিরও উল্লেখ করিয়া দেন যে তাঁহারা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে 'দা'য়ী ইলাল্লাহ' তথা 'আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বায়কে' পরিণত হইয়াছেন এবং আল্লাহর দিকে দাওয়াত ও আহ্বানের কাজ শুরু করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহাদের চিঠির সঙ্গে আমার জন্য ইহাই হইবে উৎকৃষ্ট নাজরানা। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে নাজরানার ফিলাসফী ও তাৎপর্য ও ইহাই যে, কাহারো সহিত মহব্বতের সম্পর্কের ফলশ্রুতিতে অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত দোওয়ার সঞ্চার হওয়া, এবং সম্পর্ক যত প্রগাঢ় হয় তত বেশী দোওয়া হৃদয় হইতে নির্গত হয়।

সুতরাং যতখানি আমার অন্তরের সম্পর্ক আমি আপনাদের প্রতীতির জন্য নিশ্চয়তা দিতেছি যে, ইহা অপেক্ষা অধিক প্রিয় ও অধিক আদরনীয় নাজরানা আমার নিকট আর কোন কিছুই হইবে না যে, প্রত্যেক আহমদী—সে পুরুষ হউক বা স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা হউক বা বৃদ্ধলোক, আমাকে দোওয়ার আবেদনের সঙ্গে ইহা যেন লেখে যে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে সে ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিয়াছে যাঁহারা আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করেন ও যাহাদের আমল হইয়া থাকে সালেহ্ (বা সৎ) এবং যাহারা আল্লাহতায়ালার ফরমান অনুযায়ী ঘোষণা করেন যে "আমরা মুসলমান" যখন উক্ত কথাগুলি তাঁহাদের লেখায় আমি পাইব এবং ইহার সঙ্গেই পরবর্তীতে আল্লাহতায়ালার ফজলক্রমে বয়েতসমূহও আসিতে শুরু হইবে, তখন আপনারা দেখিতে পাইবেন, আমার অন্তর হইতে কিরূপে উচ্ছ্বসিত দোওয়া উৎসারিত হয়। শুধু আমার হৃদয় হইতেই নয়, প্রত্যেক আহমদীর হৃদয় হইতে ঐ সকল ব্যক্তির জন্য ফুটিয়া ফুটিয়া দোওয়া নির্গত হইবে। আল্লাহ্‌তায়ালা যেন আপনাদিগকে এইরূপ নাজরানা প্রদানকারীতে পরিণত করেন এবং আমাকে ঐ সকল নাজরানা কবুল করতঃ সেগুলির কৃহ আদায়ের তওফিক দান করেন।

(উর্দু দৈনিক 'আল-ফজল' ২৬শে এপ্রিল ১৯৮৩ইং হইতে অনুদিত)

অনুবাদক : মৌঃ **আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ** (সদর মুরুব্বী)।

"আমাদের খোদাই আমাদের স্বর্গ। আমাদের খোদাতেই আমাদের আনন্দ।.....
.....আমি কি করিব এবং কি উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিব? মানুষের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য কোন্ জয়ঢাক দিয়া আমি বাজারে-বন্দরে ঘোষণা করিব, 'এই তোমাদের খোদা' এবং আমি কি ঔষধ প্রয়োগ করিব, যাহাতে শ্রবণের জন্য তাহাদিগের কর্ণ উন্মুক্ত হয়?" (হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রণীত 'আমাদের শিক্ষা' পৃষ্ঠা ১৮)

পবিত্র কুরআন ও বিজ্ঞান

১। বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্য

বস্তু-জগতের দুটি প্রধান দিক হলো বৃহৎ বিশ্ব-জগত (Macrocosom) এবং (২) ক্ষুদ্র জগত (Microcosom)। এই উভয় জগত সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের জন্য কত তথ্য কত তত্ত্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার রয়েছে তার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তাই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটন বলেছিলেন : 'জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে আমি নুড়ি-পাথর সংগ্রহ করছি, অসীম জ্ঞানের সমুদ্র সামনে পড়ে রয়েছে।' প্রথমে বৃহৎ বিশ্ব-জগতের কথাই ধরা যাক। আমরা পৃথিবী নামক যে গ্রহে বাস করি তা হলো সৌর জগতের একটি সদস্য। সূর্য-কেন্দ্রিক সৌরজগতে রয়েছে মোট দশটি গ্রহ, ৩১টি উপগ্রহ, ৩০,০০০ গ্রহানুপুঞ্জ (Asteroids) এবং প্রায় ১০০,০০০ মিলিয়ন কমেট বা ধূমকেতু ইত্যাদি। সূর্য একটি তারকা বিশেষ এবং প্রায় ১০,০০০ মিলিয়ন তারকা নিয়ে গঠিত রয়েছে Milky Way বা ছায়াপথ যার ব্যাস হলো ১০০,০০০ আলোক-বর্ষ। এই ছায়াপথ হলো সৌর জগতের গ্যালাক্সী। এরূপ প্রায় ১০,০০০ মিলিয়ন অথবা তারও বেশী গ্যালাক্সী বিশ্ব-জগতে আছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। এছাড়াও নতুন নতুন গ্যালাক্সীর সৃষ্টি হচ্ছে। এই বিরাট বিশ্ব-জগতের অন্তর্নিহিত গ্রহ, উপগ্রহ, তারকা, গ্যালাক্সী প্রভৃতির সংখ্যা, ভর (mass), বিস্তৃতি, গতি ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬০০০ মাইল। বৈজ্ঞানিকদের মতে "From the faintest of the star visible to-day the Light that reaches earth has been in trausit over 5000 million years" (The Universe, Life Publication, P-149) অর্থাৎ দূরতম ক্ষীণ তারকা হতে যে আলোক-রশ্মি আজ পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌছতে দেখা যাচ্ছে তা পৃথিবীতে পৌছতে ৫০০ কোটি বছর লেগেছে।

তেমনিভাবে ক্ষুদ্র-জগত (Microcosom) বিস্ময়কর তথ্য ও তত্ত্বে পরিপূর্ণ। অণু, পরমাণু এবং আরো বহু মৌলিক পদার্থ কণা (Ultimate particles) দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্র জগৎ। এই সকল মৌল-কণার অবস্থিতি, শক্তি-সম্পর্ক এবং পারস্পরিক বিগালন (Fusion) এবং বিভাজন (Fission) ইত্যাদি সম্পর্কে বিজ্ঞানের বহু শাখা এবং প্রশাখার সৃষ্টি হয়েছে।।

বিশ্ব-জগতের উভয় পরিমণ্ডলে পদার্থ ও শক্তির মৌল একক এবং যোগ-সূত্রসম্বন্ধে যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে। বিশেষত: প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনেষ্টাইনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফলে বহু তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। মূলত: আইনেষ্টাইনেরও আগে মুসলিম বিজ্ঞানী আল-বেরুনী সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, পৃথিবী ও

বিশ্বের সর্বত্র পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়মাবলী অপরিবর্তনীয়। বস্তুতঃ আল-বেরূনীরও আগে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে আল্লাহ্ তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে নিয়ম-শৃংখলার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করছেন (সূরা মুলক: ১ম রুকু)। বস্তুতঃপক্ষে পবিত্র কুরআনের আলোকে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ এবং তাঁদের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীগণ (বিশেষত: গ্যালিলিও, নিউটন, মাক্সওয়েল এবং আইনেষ্টাইন) বিষয়টির উপর গবেষণা করেন। ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে এই বিষয়ে যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য আহমদীয়া জামাতের বিশিষ্ট সদস্য এবং বিশ্ব-বরেণ্য বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম নোবেল পুরস্কার দ্বারা ভূষিত হন। তাঁর আবিষ্কারের বিষয়টি হতে প্রকৃতি-জগতের রহস্য এবং তার মূলে একই পরিকল্পনাকারী এবং নিয়ন্ত্রক তথা পরিচালক খোদা-তায়ালার অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বিজ্ঞান-জগতের এক মহা-বিস্ময়কর আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের ফলে শুধু বিজ্ঞান-জগতেই নয়, বিজ্ঞান এবং ধর্মীয় জ্ঞানের মহা-মিলন ঘটবে এবং চিন্তাশীল মানব-মন বিশ্ব-পালক খোদাতায়ালার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হবে—যদি চিন্তাশীলগণ চিন্তা-প্রসূত সত্যকে সত্য সত্যই উপলব্ধি করে থাকেন। এখানে প্রফেসর আবদুস সালামের আবিস্কৃত তত্বটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। প্রকৃতিতে চারটি বল বা শক্তি (Force) হলো (ক) মধ্যাকর্ষণ শক্তি, (খ) তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তি, (গ) শক্তিশালী পারমানবিক শক্তি এবং (ঘ) দুর্বল পারমানবিক শক্তি। এই চারটি শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য আইনেষ্টাইন অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। পদার্থবিদদের বহুদিনের স্বপ্ন ছিল এই সমন্বয় সাধনকে সম্ভব করা। প্রফেসর আবদুস সালাম অভূতপূর্ব কৃতিত্বের সংগে এই সমন্বয় সাধন করেন এবং এই কাজে তাঁর সঙ্গে আরো দু জন সহযোগী বিজ্ঞানীও সহযোগিতা করেন।

মোটকথা, বিশ্বের বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র উভয় পরিমণ্ডলেই জ্ঞানের বহু বিষয় তথা নিদর্শনমালা রয়েছে যার মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য বহু বিষয় রয়েছে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই বিশ্ব-জগতের সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি এবং আমরা মানুষ হিসাবে আমাদের সংগে বিশ্বের সম্পর্ক কি? মানব-জীবনের পথ-প্রদর্শনের জন্য বিশ্ব-স্রষ্টা ও প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ্-তায়ালাই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন এবং যুগ যুগ ধরে বার বার তাঁর প্রেরিত নবী-রসুলের মাধ্যমে সেই উত্তর দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পথ ও পন্থার কথাও বলে দিয়েছেন। হযরত আদম (আঃ) হতে শুরু করে সেই পথ ও পন্থার কথা আল্লাহ্‌তায়ালা ব্যক্ত করে আসছেন যা যথাসময়ে আল্লাহ্-তায়ালার পরিকল্পনা অনুযায়ী পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছে। এখন এই পরিপূর্ণ জীবন-বিধান আল-কুরআনের অনুসরণেই বিশ্বের কল্যাণ এবং বিশ্ব-মানবতার মুক্তি অবধারিত। আর এই কল্যাণের পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উভয় ধারা পবিত্র কুরআনে অসুসৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে শুধু ইবাদত বন্দেগীর কথাই বলা হয় নাই, ঘর-সংসার, গ্রহ-তারকা ও মহাকাশের কথাও রয়েছে। ইহজগত এবং পরজগতের কল্যাণ অর্জনের

জন্য প্রচেষ্টা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (দুনিয়ার হাসানা ও আখেরাতের হাসানা)। তাই আল-কুরআন পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবনকে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছে এবং ঘোষণা করেছে যে, বস্তু-জগত যেমন আল্লাহতা'লার কর্ম-কাণ্ডের জালওয়া বা মহা-বিকাশ তেমনি আধ্যাত্মিক জগতের ক্ষেত্রে পথ-নির্দেশনা তথা ঐশী-বাক্যাবলীর পরম প্রকাশ বা কাওলী জালওয়া হলো পবিত্র কুরআন। এই উভয় জালওয়ার মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য বা বিরোধ নেই এবং থাকতেও পারে না। তাই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন :

"তোমরা সর্ব-প্রদাতা খোদার সৃষ্টিতে কোথাও কোন অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে না। আবার দেখো, কোন ত্রুটি দেখিতে পাও কি? আবার দেখো, চক্ষু ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখো। তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে, তবুও তুমি কোন অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে না।" (সুরা মুলক : ৪ আয়াত)

বস্তুতঃ খোদাতা'লার সৃষ্টি তাঁর সুনিপুন হাতে নিয়ম-শৃংখলার দ্বারা সৃষ্ট এবং সুনিয়ন্ত্রিত! বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতি-জগতে বার বার এই মহা-সত্যের সম্মুখীন হয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন :

"যদি তোমরা আল্লাহর করুণারাজি গণনা করিতে চাও, তাহা হইলে গণনা করিয়া শেষ করিতে পারিবে না।" (সুরা নহল : ১৯)।

এখন প্রশ্ন হলো, এই নিয়ম শৃংখলা-পুর্ণ বিশ্ব-সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? এ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে আল্লাহতা'লা বলেন :

(১) "আমরা জ্ঞানের প্রয়োজন ব্যতিত আকাশমালা এবং পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যস্থিত যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করি নাই।" (সুরা হিজর : ৮৬)।

(২) "আমরা আকাশ এবং পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সেইগুলি খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই।" (সুরা আম্বিয়া : ১৭)

(৩) "মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহতায়ালা আসমান সমূহে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবকিছুই নিয়োজিত করিয়াছেন; এই সকলই তাঁহার নিকট হইতে উৎসারিত। ইহাতে চিন্তাশীল জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।" (সুরা জাসিয়া : ১৪)

(৪) "হে আমাদের রব, তুমি এই বিশ্বজগতকে বৃথা সৃষ্টি কর নাই!" (আল-ইমরান : ১৯২)।

এই ধরণের আরো অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহতালা এই বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি করার পশ্চাতে এক বিরাট উদ্দেশ্যের কথা বলেছেনে। সেই উদ্দেশ্যের কেন্দ্র-বিন্দু হলো মানুষ এবং উদ্দেশ্য হলো মানুষের মঙ্গল, মানুষের সুখ ও শান্তির ব্যবস্থা। সুতরাং এই পৃথিবী, সূর্য, ছায়াপথ, গ্যালাক্সীসমূহ, অনু-পরমাণু, ইলেকট্রোন, প্রোটন, ইত্যাদি সবকিছুই মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃজিত এবং পরিচালিত। (ক্রমশঃ)

—মোঃ খলিলুর রহমান

প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় প্রফেসর সালামের তত্ত্ব অভ্রান্ত প্রমাণিত

জগতের বিদ্যুৎ-চৌম্বিক শক্তি পারমানবিক শক্তিরই ভিন্নতর প্রকাশ, একথা দাবী করিয়া উপস্থাপিত যে বৈজ্ঞানিক মতবাদের জন্য পাকিস্তানের অণুবিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম নোবেল পুরস্কারের সম্মান অর্জন করেন, প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় তাহা অভ্রান্ত প্রামাণিত হইয়াছে।

ইসলামাবাদ হইতে ইসলামী বার্তা সংস্থা 'ইনা' জানায়, জেনেভায় অবস্থিত পারমানবিক গবেষণায় আন্তর্জাতিক কেন্দ্র (সার্ণ) গত সোমবার ঘোষণা করিয়াছে যে, প্রত্যেক পরীক্ষায় তত্ত্বটি নির্ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সহযোগিতার স্থায়ী কমিটির একটি প্রতিনিধি দলকেও প্রফেসর সালাম এ তথ্য জানাইয়াছেন।

প্রফেসর সালাম প্রকৃতির মৌল তিনটি শক্তিরূপ কণিকাকে অভিন্ন শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন। উহার দুইটি কণিকা শক্তি যে অভিন্ন, 'সার্ণ' গত ২০শে জানুয়ারী সে ব্যাপারে ১০ কোটি ডলার ব্যয় সাপেক্ষ বহু বৎসরের প্রত্যেক পরীক্ষা শেষে নিশ্চিত হইয়াছে। তৃতীয় শক্তিটির ব্যাপারে সকল সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে মাত্র গত সোমবার।

ডা: সালাম জানান, 'সার্ণের' পরীক্ষাকার্য ও অনুসমর্থনের ফলে পদার্থ বিজ্ঞানের এ বিষয়টির ব্যাপারে সংশয়হীন সত্যে উপনীত হওয়া গেল। বলা যায়, অধ্যায়টি এখন শুভ সমাপ্তি লাভ করিল।

এই সত্য নির্ণয় মানব জাতির কী উপকারে আসিবে এ প্রশ্নের জবাবে প্রফেসর সালাম তাৎক্ষণিক কোন কিছু বলেন নাই। তবে তিনি বলেন, বৈজ্ঞানিক সত্য কেবল উপযুক্ত যুগের সীমানায় পৌঁছিয়াই ব্যবহারিক ফল দিতে পারে।

নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি করায়ত্ত করার জন্য মুসলিম জাতিসমূহের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের প্রশ্ন আলোচনার জন্য সকল মুসলিম দেশের তরুণদের সম্মিলিত ভাবে আলোচনা করা উচিত।

(দৈনিক 'ইত্তেফাক'—ঢাকা, ১৪ই এপ্রিল ১৯৮৩ইং)

লাজনা ইমাউল্লাহর উদ্দেশ্যে জরুরী সার্কুলার

বাংলাদেশের সকল স্থানীয় লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট সাহেবাদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে প্রত্যেক স্থানীয় লাজনা সংগঠনে পুণরায় ইলেকশন করিতে হইবে। তাহাতে লাজনার প্রেসিডেন্ট ও মজলিসে আমেলার নির্বাচন হইবে। উক্ত নির্বাচনের পর পরই রিপোর্ট কেন্দ্রে পাঠাইবেন। আপনাদের নির্বাচনের পরে কেন্দ্রীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশা-আল্লাহ্‌তায়ালা।

মাসুদা সামাদ

প্রেসিডেন্ট, লাজনা এমাউল্লাহ (বাংলাদেশ)।

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর ১৯৮৩ সনের মজলিসে আমেলার নব নিযুক্তির মঞ্জুরী

মোহতারম জনাব সদর সাহেব, মজলিসে আনসারুল্লাহ মরকজীয়া, রাবওয়া। বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর মজলিসে আমেলার নিম্নবর্ণিত নব-নিযুক্তির মঞ্জুরী প্রদান করিয়াছেন :

১।	জনাব ডাঃ, আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব	:	নায়েব নাজেমে আলা (১)
২।	জনাব শহীদুর রহমান সাহেব	:	নায়েব নাজেমে আলা (২)
৩।	জনাব মাজহারুল হক সাহেব	:	মোতামাদ উমুমী
৪।	জনাব আহমদ তওফীক চৌধুরী সাহেব	:	মোতামাদ ইসলাহ ও ইরশাদ
৫।	জানাব আবদুল কাদের ভূঁইয়া সাহেব	:	মোতামাদ তালীম-ও-তরবিয়ত
৬।	জনাব আলহাজ্ব আবদুস সালাম সাহেব	:	মোতামাদ তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ।
৭।	জনাব আবদুল মতীন (নাটাই) সাহেব	:	মোতামাদ মাল
৮।	জনাব শামসুর রহমান সাহেব	:	মোতামাদ তাজনীদ
৯।	জনাব নাজীর আহমদ ভূঁইয়া সাহেব	:	মোতামাদ এশা'য়াত
১০।	জনাব শেখ আবদুল গনী আহমদ সাহেব	:	যেয়ানত ও সেহতে-জিসমানী
১১।	জনাব ভিজীর আলী সাহেব	:	মোতামাদ ঈসার।

খাকসার **ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া**
নাজেমে আলা, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ।

শুভ বিবাহ

বিগত ৮ই এপ্রিল রোজ শুক্রবার বাদ জুমুয়া ঢাকা দারুত-তবলীগ মসজিদে জনাব মোঃ হাকিমউদ্দিদ আহমদ সাহেব (সেক্রেটারী, এ, বি, বিস্কুট কো লিঃ—ঢাকা)-এর কন্যা মোসাম্মৎ মোহসেনা বেগমের সহিত মোডাইল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিবাসী মরহুম সৈয়দ আবদুল জলীল সাহেবের পুত্র সৈয়দ জহির আহমদের বিবাহ ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা দেন মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব।

উক্ত বিবাহ সর্বতঃ মোবারক হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

দোওয়ার আবেদন

১। আমার বন্ধু কর্ণেল মঞ্জুর আহমদ সাহেব ও তাঁর বেগম সাহেবা সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে দোওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন, আল্লাহতায়ালা যেন তাঁদেরকে সুস্থ, দীর্ঘজীবি ও নেক সন্তান দান করেন এবং বেগম সাহেবাকে স্বীয় ফজল ও করমে সুস্থ রাখেন।

২। আমার বেগম সাহেবা অসুস্থ আছেন। তাঁর আরোগ্য এবং আমাদের দ্বীনি ও দুনিয়ারী উন্নতির জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে দোওয়ার আবেদন করছি।

৩। রাজশাহীতে আল্লাহতায়ালা যেন আমাদের মসজিদ স্থাপনের তওফিক দাদ করেন।

মেজর আসাদউজ্জামান প্রেসিডেন্ট, রাজশাহী আঃ আঃ

আনসারুল্লাহর জ্ঞাতব্য

১। আহমদীর গত সংখ্যায় সকল ডিভিশনাল এবং জেলা নাজেমদের দৃষ্টি এ বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করা হইয়াছিল যে, কোন মজলিস হইতেই আনসারুল্লাহর মাসিক রিপোর্ট আমরা পাইতেছি না এবং অনুরোধ ছিল যে সকল মজলিস জানুয়ারী হইতে মার্চ পর্যন্ত মাসিক রিপোর্ট মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করিবেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই।

২। সকল জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবানকে এই মর্মে অনুরোধ করা হইয়াছিল যে, যে সকল জামাতে আনসারুল্লাহর জয়ীমে আলার ইলেকশন হয় নাই, সে জামতে মজলিসের ইলেকশন করাইয়া জয়ীমে আলার নাম নাজেমে আলা, আনসারুল্লাহর নিকট অনুমোদনের জন্য চলতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পাঠাইবেন। কিন্তু এই পর্যন্ত এ বিষয়েও কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই।

সকল জামাতের প্রেসিডেন্ট এবং ডিভিশনাল ও জেলা নাজেম সাহেবানের দৃষ্টি উক্ত বিষয় দুইটির প্রতি পুনরায় আকর্ষণ করিতেছি।

মাজহারুল হক
জেনারেল সেক্রেটারী, বাঃ মঃ আনসারুল্লাহ

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্নিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)

"আর্নিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্নিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্নিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ—এইচ, পি, বি, ল্যাবর‍্যাটরীজ

পরিবেশক :—হোমিও প্রচার ভবন,
বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা।
১, আবদুল গণি রোড,
জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯, ঢাকা—২ ফোন : ২৫৯০২

খেলাফত দিবস উদ্‌যাপিত

ঢাকা ঃ

ঢাকা জামাতের উদ্যোগে বিগত ২৭শে মে ১৯৮৩ইং বাদ জুম্‌য়া ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব আমীর (প্রথম) মোহতারম জনাব আলী কাশেম খান সাহেবের সভাপতিত্বে খেলাফৎ দিবস উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে নিম্নরূপ বক্তাগণ এ দিবসের ঐতিহাসিক পটভূমি, খেলাফতের তাৎপর্য ও উহা প্রতিষ্ঠার ইসলামী পদ্ধতি, খেলাফতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনিয়তা এবং উহার আশিস ও কল্যাণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন :—মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক (সদর মুরুব্বী), জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান (নায়েব আমীর, দ্বিতীয়, বাংলাদেশ আঃ আঃ), মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং মোহতারম ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেবান। পরিশেষে দোওয়ার মাধমে সভার কাজ সমাপ্ত হয়।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ঃ

২৭-৫-৮৩ইং রোজ শুক্রবার আহমদী পাড়াস্থ মসজিদ মোবারকে আঞ্জুমানে আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার পক্ষ হইতে খেলাফত দিবস উৎযাপিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন মোকাররম জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঞা নাজিমে আলা, বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লাহ খেলাফতের দায়িত্ব এবং গুরুত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব মোঃ ইদ্রিস, প্রেসিডেন্ট ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়া, এ, কে, এম, রেজাউল করিম, সেক্রেটারী মাল, বাংলাদেশ আঃ আঃ এবং ডাক্তার আনোয়ার হোসেন সাহেবান। অতঃপর সভাপতির ভাষণের পর দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ময়মনসিংহ ঃ

বিগত ২৭শে মে, শুক্রবার বাদ মাগরেব আঞ্জুমানে আহমদীয়া ময়মনসিংহের উদ্যোগে ১নং মহারাজা রোডস্থ 'দারুল হামদে' যথাযোগ্য মর্যাদায় 'খিলাফত দিবস' উদযাপিত হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব নুরুল হোসেন। অতঃপর 'খেলাফত' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব শফিউল হক খাঁন মিল্কী। অতঃপর ইসলামে খেলাফত ও ইহার গুরুত্বের উপর আলোচনা করেন সর্বজনাব আবদুল বাতেন, জকিউদ্দিন আহমদ ও অধ্যাপক আমীর হোসেন। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও সমাপ্তি দোয়া পরিচালনা করেন আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী। সভাশেষে উপস্থিত সকলেই চা-নাস্তায় আপ্যায়িত করা হয়। উল্লেখ্য, এই সভায় স্থানীয় আহমদী ভ্রাতারা ছাড়াও স্থানীয় কিছু গায়ের আহমদী ভ্রাতা আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন।

তেমনিভাবে রাজশাহী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, আহমদনগর (দিনাজপুর), সুন্দরবন ইত্যাদি জামাতগুলিতেও উক্ত দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

সম্পাদকীয় ঃ

'খিলাফত দিবস' পালনের তাৎপর্য

খেলাফৎ ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংগ। মেরুদণ্ডের উপর যেমন দেহের বল ও ভারসাম্য নির্ভরশীল এবং মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেলে দেহ যেমন অচল, ঠিক তেমনি খিলাফৎ বিহীন ইসলামের জীবন কাঠামো টলটলায়মান। ইহাই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে প্রতীয়মান বাস্তব ও কঠোর সত্য, বরং পবিত্র কুরআন ও হাদিসের স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন তত্ত্ব ও তথ্যের আলোকে খেলাফৎ হলো ইসলামের দেহে আত্মাবিশেষ। সুতরাং সুরা নূরের নবম রুকুতে আল্লাহতায়ালা ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের সহিত তাদের মনোনীত ধর্ম ইসলামকে সবল, সুঠম, সুনিয়ন্ত্রিত, সক্রীয় ও গতিশীল এবং সকল প্রকার ভয়-ভীতি, শংকা ও দুর্বলতা থেকে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে নিজ নিয়ন্ত্রণে খেলাফৎ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ওয়াদা করেছেন (দেখুন সুরা নূর ঃ আয়াতে ইস্তেখলাফ)। আর তেমনি হযরত নবী করীম (সাঃ) মেশকাত শরীফে বর্ণিত হাদিসে এক নজীর বিহীন ভবিষ্যদ্বানীরূপে ইতিহাসের বিরামহীন ধারায় তাঁর উম্মতে কিয়ামতকাল ব্যাপী পর্যায় ক্রমে ঘটমান অবস্থাবলী ব্যক্ত করে গিয়েছেন নিম্নরূপে ঃ "আমার নবুয়ত যতদিন আল্লাহ চাইবেন ততদিন তোমাদের মধ্যে থাকবে। তারপর তিনি উহা তুলে নিবেন। তারপর 'নবুওতের তরীকা ও পদ্ধতিতে খিলাফত' প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যতদিন তিনি চাইবেন ততদিন তোমাদের মধ্যে উহা কায়েম থাকবে, তারপর উহা তুলে নিবেন। তারপর আত্মঘাতি মলুকিয়ত (তথা রাজতন্ত্র) প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং যতদিন তিনি চাইবেন উহা তোমাদের মধ্যে কায়েম থাকবে, তারপর উহা তুলে নিবেন। তারপর জোর-জবর-মূলক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যতদিন তিনি চাইবেন, ততদিন উহা তোমাদের উপর কায়েম থাকবে, তারপর উহা তিনি তুলে নিবেন। ثم تكون خلافة على منهاج النبوة তারপর, তিনি পুণঃরায় নবুয়তের তরকীয় ও পদ্ধতিতে খিলাফৎ প্রতিষ্ঠিত করবেন। এ পর্যন্ত বলে হুজুর (সাঃ) নিরব হন।"

(মেশকাতুল মাসাবিহ্, বাবুল ইন্‌যার ও ওয়াত তাহজীর, পৃঃ ৪৬১)

ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, উক্ত হাদিসে বর্ণিত হুবহু ধারায় হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে পরেই 'খেলাফতে-রাশেদা' কায়েম হয়, যাকে উক্ত হাদিসে 'খিলাফৎ আলা মিনহাজিন নবুওয়ত' বলে অবিহিত করা হয়েছে। উহা ৩০ বছর অবধি থাকার পর উঠে যায়। ইহাই ছিল কুরআন-হাদিস অনুমোদিত ইসলামী খিলাফতের সার্বিক আদর্শ ও কল্যাণ-পূর্ণ স্বর্ণোজ্জ্বল যুগ। তারপর পর্যায়ক্রমে দামেস্কে উমাইয়া, বাগদাদে আব্বাসিয়, তারপর তুরস্কে উসমানীয়া রাজতন্ত্র কায়েম হয়। যদিও এ রাজতন্ত্রগুলিকে খিলাফতের নামকরণে চালানো হয় কিন্তু উক্ত হাদিসে স্পষ্টাক্ষরে এগুলিকে 'মুলকান আয্‌যান' ও 'মুলকান জাবারিয়ান" (রাজতন্ত্র) বলেই আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই অন্তঃসার-শুন্য নিছক নামধারী খিলাফতেরও অবসান ঘটে যায় ১৯২৪ইং সনে তুরস্কের আতাতুর্ক কামাল পাশার হাতে। ইতিহাসের ক্রমিক ধারায় এই সন্ধিক্ষণেই উল্লিখিত হাদিসে বর্ণিত 'খেলাফত আলা মিনহাজিন-নবুওত' পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া জরুরী ছিল। সুতরাং আল্লাহতায়ালা তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর মাথায় প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহে মওউদ (আঃ)-কে

প্রেরণ করে তাঁরই মাধ্যমে তাঁর ইন্তেকালের পরবর্তী দিবস—১৯০৮ইং সনের ২৭শে মে তারিখে—আহমদীয়া জামাতে 'পূণরায় নবুওতের ধারায় খেলাফৎ' প্রতিষ্ঠিত করেন। উল্লেখ্য আলোচ্য হাদিসের উক্ত শেষ বাক্যটির সম্বন্ধে হাদিস-ব্যাখ্যাকারীগণ স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন যে, ভাষায় লিখেছেন :

"الظاهر ان المراد به زمن عيسى والمهدى" (بحوالة مشكوة)

অর্থাৎ, "এতদ্বারা প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জামানাকেই বুঝায়।" তাই হযরত সৈয়দ ইসমাইল শহীদ (রহঃ)-এ উক্তি অনুযায়ী : "হযরত মাহদী (আঃ)-এর খিলাফত খেলাফতে-রাশেদার সর্বোচ্চ শ্রেণীর পর্যায়ভূক্ত হইবে—অর্থাৎ উহা 'খিলাফতে মূন্তাযেমা মাহ্‌ফুযা' (সুনিয়ন্ত্রণকারী ও সুরক্ষিত খেলাফত) হইবে।"

('মানসাবে খিলাফৎ' পৃঃ ৮৪)

সুতরাং হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) ১৯০৫ইং সনে প্রণীত 'আল ওসিয়ত' গ্রন্থে তাঁর ইন্তেকালের পর পরেই 'কুদরতে সানিয়া' তথা খিলাফৎ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মহান ভবিষ্যদ্বানী লিপিবদ্ধ করে যান : "তোমাদের জন্য 'দ্বিতীয় কুদরত' (খিলাফৎ) দেখাও জরুরী এবং উহার আগমন তোমাদের জন্য অতীব কল্যাণকর হইবে, কেননা উহা হইবে চিরস্থায়ী, যাহার ধারাবাহিক সুঙ্খল কিয়ামতকাল অবধি বিচ্ছিন্ন হইবে না।" (বিস্তারিত উদ্ধৃতির জন্য দেখুন আল-ওসিয়ত, বাংলা সংস্করণ)।

খিলাফৎ আল্লাহতায়ালার অপার্থিব দান। ইহা এই উম্মতে প্রকৃত ঈমান ও আমলে সালেহার শর্ত সাক্ষেপে খোদাতায়ালার ওয়াদানুযায়ী ইসলামের পুণরুজ্জীবন ও সারা বিশ্বে উহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একমাত্র ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমেই পুণঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া নির্ধারিত ছিল। অন্য কোন উপায়ে ইহা সম্ভব ছিল না বলেই মুসলমানদের বহু প্রকারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও আন্দোলন সত্বেও আজ অবধি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নাই। ইহা একমাত্র 'মিনহাজে নবুওত' অর্থাৎ নবুওতের তরিকা ও পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত সত্যিকার ঈমান ও আমলে সালেহার শর্ত পূরণে আল্লাহতায়ালার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, যদিও মূমেনদের দ্বারা নির্বাচনের মাধ্যমে খলফিকে তিনি পরোক্ষভাবে নিযুক্ত এবং নিজেই পরিচালিত করেন। ইসলামের এযুগে প্রতিশ্রুত বিজয় উক্ত খেলাফত-ব্যবস্থার দ্বারাই নির্ধারিত। এই গুরুত্বপূর্ণ তত্ব ও দায়িত্বের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যেই প্রতিবৎসর ২৭শে মে তারিখে জামাত আহমদীয়া 'খিলাফত দিবস' হিসাবে উদযাপন করে থাকে।

—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ (সদর মুরুব্বী)

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ্‌তায়াল শেষ ধর্মমণ্ডলী সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও যাহা হইতে আর উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নহে।" (কিশ্‌তিয়ে নূহ পৃঃ ২৯) —হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

কুকুয়া-খাকদান জামাতের ৩য় বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত

বিগত ১৬ ও ১৭ই চৈত্র ১৩৯০ বাংলা কৃষ্ণনগর মুন্সীবাড়ীতে কুকুয়া-খাকদান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ৩য় বার্ষিক জলসা আল্লাহতায়ালার ফজলে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। আল-হামদুলিল্লাহ্‌।

দুই দিন ব্যাপী উক্ত জলসায় অনুষ্ঠিত চারটি অধিবেশনে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ ব্যতীত হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ, নামায ও দোওয়ার গুরুত্ব, আহমদীয়ত কি এবং কেন, পবিত্র কুরআনের উচ্চ মর্যাদা, কুসংস্কার ও বিদাতের বিরুদ্ধে জেহাদ, প্রকৃত আহ্‌মদী কে, এতায়াতে-নেজাম, জামাতে বিভিন্ন দপ্তরের কার্যাবলী, ইসলামে ইসলাহ-ও-ইরশাদের গুরুত্ব, তফসীরুল-কুরআন—সুরা জুম্‌য়া, ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব, আদম ও ইবলিস, ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর প্রমাণ, খত্‌মে-নবুয়ত, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে জামাত আহমদীয়ার ভূমিকা বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন জামাতের বিভিন্ন বক্তা। বক্তাদের নাম হইল সর্বজনাব মোঃ নাসির মৃধা, মোঃ গিয়াসউদ্দিন, জালাল আহমদ, এস, এম, দেলোয়ার হোসেন, মোঃ আবদুল বারী, ডাঃ আবদুল খালেক, আলী আহমদ এবং মোঃ মুতিউর রহমান সাহেবান। এতদ্ব্যতীত, দরসে কুরআন ও দরসে হাদিস এবং তাহাজ্জুদের নামাজ এবং প্রশ্নোত্তরের আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে দোওয়ার মাধ্যমে জলসার কাজ সমাপ্ত হয়। অত্র অঞ্চলের আহমদীগণ ছাড়াও বহু গায়ের আহমদী ভ্রাতাও জলসার সকল অধিবেশনে যোগদান করেন। (আহমদী রিপোর্ট)

দোওয়ার আবেদন

১। আমি গত ২/৩ মাস হইতে গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি। আমার মূত্রাশয়ে পাথর (Stone) পাওয়া গিয়াছে। পাথরটি বেশ বড়। বর্তমানে 'হোমিও প্যাথিক' চিকিৎসা করাইতেছি। উক্ত পাথরটির কারণে প্রস্রাবে জ্বালাযন্ত্রণা ও ব্যাথায় খুবই কষ্ট পাইতেছি। সেইজন্য আমার চলাফিরা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

আমার আশু রোগমুক্তির জন্য সকল আহমদী ভাই-বোনদের খেদমতে বিশেষ দোয়ার অনুরোধ জানাইতেছি।

২। আমার বিবি সাহেবাও কিছু দিন যাবৎ খাদ্য-নালিতে 'ঘা'-এর কারণে খুবই অসুস্থ আছেন। তাহার আশু রোগমুক্তির জন্যও সকল ভাইবোনদের খেদমতে বিশেষ দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি।

নিবেদক—**সৈয়দ এজাজ আহমদ**

সদর মুরুব্বী (অবসর প্রাপ্ত), মৌলবি পাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মজলিসে আমেলার কতিপয় নব-নিযুক্তির মঞ্জুরী

মোহতারম নাযেরে আ'লা সাহেবের পক্ষ হইতে ১৪-৫-৮৩ইং তারিখের ৬২৮নং পত্রে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মজলিসে আমেলার নিম্ন বর্ণিত নব-নিযুক্তিসমূহের মঞ্জুরী প্রেরণ করা হইয়াছে :—

১।	জেনারেল সেক্রেটারী	:	মোকাররম ভিজির আলী সাহেব
২।	সেক্রেটারী ইসলাহ-ও-ইরশাদ	:	,, মাজহারুল হক সাহেব
৩।	,, মাল	:	,, এ, কে, এম, রেজাউল করিম সাহেব
৪।	,, তালিম	:	,, আল-হাজ তাবারক আলী সাহেব
৫।	,, উমুরে আ'মা	:	,, আলী কাশেম খান চৌধুরী সাহেব
৬।	,, তালিফ ও তসনিফ এবং রিশতা-নাতা	:	,, নযির আহমদ ভুইয়া সাহেব
৭।	,, জায়েদাদ ও জিয়াফত	:	,, নূরুদ্দিন আহমদ খান সাহেব
৮।	,, সান্‌য়াত ও তিজারত	:	,, ডাঃ আওলাদ হুসেন সাহেব
৯।	,, শত বার্ষিকী জুবিলী ফাণ্ড	:	,, মোঃ আবদুল জলিল সাহেব

এ সকল মঞ্জুরী অবিলম্বে কার্যকরী হইবে। অন্যান্য ওহ্‌দাদারদের নিযুক্তির মঞ্জুরী আসিলে প্রকাশিত হইবে।

আল্লাহতায়ালা এই সব নিযুক্তি মোবারক করুন এবং নিযুক্ত ভ্রাতাগণকে পূর্ণ দায়িত্ব সহকারে কার্য করিবার তৌফিক দান করুন এবং তাহাদিগকে সফলকাম করুন।

ওয়াস্‌-সালাম। খাকসার—

মোহাম্মাদ

ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

দোওয়ার আবেদন

মোহতারম আমীর সাহেব (বাঃ আঃ আঃ) আল্লাহতায়ালার ফজলে চক্ষু অপারেশনের পর মোটামুটিভাবে ভাল আছেন। এক এক সময় কোষ্ঠবদ্ধতায় কষ্ট পান। তিনি সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট তাঁর পূর্ণ আরোগ্যলাভ ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ুর জন্য দোওয়ার অনুরোধ জানাইয়াছেন।

ইমাম মাহদী (আঃ) কোথায় আবির্ভূত হবেন

এ সম্পর্কে আরও দু'টি হাদিস :

ইমাম মাহ্দী (আঃ) কোথায় আবির্ভূত হবেন এ প্রশ্নের উত্তরে 'আহ্মদীর' গত সংখ্যায় 'প্রশ্ন ও উত্তর' শিরোনামে যে আলোচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল, উহার সহিত নিম্নোল্লিখিত দু'টি হাদিসও যোগ করে নেওয়ার জন্যপাঠক বর্গের খেদমতে অনুরোধ করা যাচ্ছে :—

(—আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ)

সেহায়ে সেত্তা'র অন্যতম হাদিসগ্রন্থ—'নেসাই' এর 'বাবু গাযওয়াতিলহিন্দ' অর্থাৎ হিন্দুস্থানে জেহাদ বা যুদ্ধ সম্পর্কিত অধ্যায়ে নিম্নরূপ হাদিস বর্ণিত আছে :

عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلعم عصابتان من امتى حرزهما الله من النار عصابة تغزوا الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليه السلام ۔(نسائ جلد ۲ باب غزوة الهند)

অর্থাৎ—'হযরত সওবান (রাঃ) যিনি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর মুক্ত কৃতদাস ছিলেন, বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী (সাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে দু'টি বৃহৎ দল বা জামাত হবে, যাদেরকে আল্লাহ্তায়ালা আগুন থেকে রক্ষা করবেন : একটি দল তো হিন্দুস্থানে জেহাদ করবে এবং আর একটি জামাত (হিন্দুস্তানে) প্রতিশ্রুত ঈসা-ইবনে-মরিয়ম (তথা ইমাম মাহ্দী)-এর সাথী হবে।"

হিন্দুস্তানে জোহাদ প্রসঙ্গে বর্ণিত উক্ত হাদিসটি ইহাই নির্দেশ করছে যে, হাদিসটিতে উল্লিখিত উভয় দলই হিন্দুস্তানে বাস করবে। সুতরাং প্রতিশ্রুত মসীহ তথা ইমাম মাহদী (আঃ) হিন্দুস্তানে আবির্ভূত হবেন বলেই উক্ত হাদিসে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এপ্রসঙ্গে আর একটি হাদিস এই যে :

عصابة تغزو الهند وهى تكون مع المهدى اسمه احمد۔(النجم الثاقب جلد ۲۔ ص ۴۱ و رواه البخارى فى تاريخه)

অর্থাৎ—"একটি জামাত মাহ্দীর সঙ্গী হয়ে হিন্দুস্তানে জেহাদ করবে, যাঁর নাম হবে 'আহমদ'।" (আল-নাজমুস -সাবেক, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১, এবং ইমাম বুখারী উক্ত হাদিসটি তাঁর 'তারিখ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন)।

উক্ত হাদিসে স্পষ্টতঃ ইমাম মাহ্দী (আঃ) হিন্দুস্তানে আবির্ভূত হওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং তাঁর নাম হবে 'আহমদ'।

[প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, হাদিস শরীফে একাধিক বর্ণনায় দ্ব্যর্থহীনরূপে বলা হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ বা ঈসা-ইবনে-মরিয়ম এবং ইমাম মাহদী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হবেন না বরং খ্রীষ্টীয় ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন এবং মুসলমানদের ইসলাহ্ ও সংস্কার সাধন—এ দু'টি প্রধান কাজের দিক থেকে একই ব্যক্তির দু'টি গুণবাচক নাম বা উপাধি দেওয়া হয়েছে। যেমন, ইবনে মাজায় হাদিস বর্ণিত আছে যে—لا المهدى الا عيسى ابن مريم—'প্রতিশ্রুত ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতীতে অন্য কেউ মাহদী হবে না।" অর্থাৎ, মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী একই ব্যক্তি হবেন।]

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং লাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar